ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 September, 2023 ■ আগরতলা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৩ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উৎসবের উপহার

রাজ্যের সরকারি ও চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের অনুদান বাড়লো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। দুর্গোৎসবের আনন্দে নতুন রঙ লাগাতে ত্রিপুরা সরকার সরকারি কর্মচারী এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য সুখবর নিয়ে হাজির হয়েছে। সরকারি কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য উৎসব অনুদান ও অগ্রিম ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। অর্থ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়ে বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর কর্মচারী শ্রেণী নির্বিশেষে ৩০০ টাকার করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতে ত্রিপুরা সরকারের ব্যয় হবে ৩৬ কোটি টাকা।

তাঁর কথায়, গ্রুপ-এ, গ্রুপ-বি, গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, ডিআরডাব্লিউ(গ্রুপ-সি) এবং ডিআরডাব্লিউ(গ্রুপ-ডি)-দের জন্য ২০০০০ টাকা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা এবং হোম গার্ড-দের জন্য ৫০০০ টাকা ও আশা কর্মীদের জন্য ২০০০ টাকা করে উৎসব অগ্রিম দেওয়া হবে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, ডিআরডাব্লিউ, পেনশনার্সদের ১৮০০ টাকা করে উৎসব অনুদান দেওয়া হবে। চুক্তিভিত্তিক কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা, হোম গার্ড এবং এসপিও-দের ২০০০ টাকা করে উৎসব অনুদান দেওয়া হবে। তাতে মোট ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ১৭৬ জন বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা উপকৃত হবেন। এই উৎসব অনুদান এবং উৎসব অগ্রিম সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের উৎসব পালনে সাহায্য করবে।

তাঁর মতে, দুর্গাপূজা, ক্রিসমাস, গড়িয়া পূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ঈদ-উজ-জোহা, ঈদ-উল-ফিতর, বাংলা নববর্ষ, মহাবীর জয়ন্তী, গুরুনানকের জন্মদিন পালনে উৎসব অনুদান এবং উৎসব অগ্রিম পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন, এই উৎসব অনুদানের পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৭০০ টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ হাজার টাকা করা হয়েছিল। তাছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫০০ টাকা এবং ১৭০০ টাকা। এই বছরে আরও ৩০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পাশাপাশি উৎসব অগ্রিমের পরিমাণ যেখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাই সফরে কেন্দ্রীয় আধিকারিক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের আধিকারিকদের একটি দল ধলাই জেলা সফরে এসেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে সফরে আসা এই আধিকারিকরা ইতিমধ্যে জেলা শাসক সিদ্ধার্থ জয়সওয়াল সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন। সপ্তাহ ব্যাপী সফরকালে তাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পের রূপায়ণ এর কাজ কর্মগুলো দেখছেন। এই আধিকারিকরা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং মনরেগা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেনে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রীয় কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। আধিকারিকরা চা শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়েও খোঁজখবর নিচ্ছেন। এই আধিকারিকদের মধ্যে আছেন শৈলেশ কুমার শর্মা, দীপক কুমার সিনহা, শিব কুমার মিশ্র, কুমার সুন্দরম, শক্তি সিং এবং প্রশান্ত রানা। তাঁরা আগামী কয়েকদিন জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নের কিছু দৃষ্টান্তমূলক কর্মকান্ড ও এলাকা পরিদর্শন করবেন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, সফরকারী আধিকারিকরা ক্ষুদ্র চা উৎপাদক এলাকা পরিদর্শন করবেন। বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা এবং সুবিধার বিষয়ে জানতে সুবিধাভোগীদের সাথেও তাঁরা কথা বলছেন।

বিমানে নেশাগ্রস্ত যুবকের তান্ডব

মাঝ আকাশে দরজা খোলার চেষ্টা, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। মাঝ আকাশে বিমানের আপদকালীন দরজা খোলার চেষ্টা করেছেন এক যাত্রী। তাতে সহযাত্রীরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিষয়টি নজরে আসতেই বিমান সেবিকারা ছুটে গিয়ে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাঁকে আটকানো যাচ্ছিল না দেখে সহযাত্রীরা ওই যাত্রী উত্তম মধ্যম দেন। ইন্ডিগো-র ওই বিমান আগরতলায় অবতরণ করার পর তাঁকে এয়ারপোর্ট পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

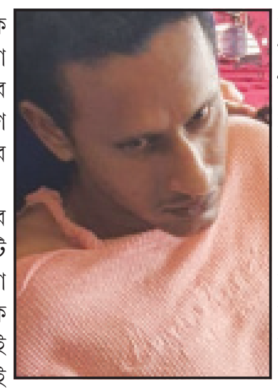

অন্যান্য দিনের মতই আজ ইন্ডিগো-র বিমান ৬ই-৪৫৭ যাত্রী নিয়ে গৌহাটি থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল। কিন্তু, মাঝ আকাশে জনৈক যাত্রীর অস্বাভাবিক আচরণ সকলকেই আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। ওই বিমানের যাত্রী জিরানিয়ার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দেবনাথ(৪১) মাঝ আকাশে বিমানের আপদকালীন দরজা খোলার চেষ্টা করেন। প্রথমে বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাঁর পাশে বসে থাকা সহযাত্রী তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্ত, তাঁকে কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না দেখে বিষয়টি বিমান সেবিকাদের নজরে নেওয়া হয়। তাঁরা ছুটে গিয়ে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাঁকে কোনভাবেই সামলানো যাচ্ছিল না দেখে বিমানে উপস্থিত সহযাত্রীরা তাঁকে উত্তম মধ্যম দেন। এরপরই তাঁকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

পাইলট মাঝ আকাশে বিমানে ওই বিপত্তির বিষয়টি ইতিমধ্যেই এটিসি-কে অবগত করেন। ফলে, আগরতলা বিমান বন্দরে অবতরণের সাথে সাথে তাঁকে উদ্ধারের জন্য ইন্ডিগো-র কর্মীরা প্রস্তুত ছিলেন। ইন্ডিগো-র ওই বিমান আগরতলায় নিরাপদে অবতরণের পর প্রথমেই ওই যাত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বিমান সংস্থার কর্মীরা। তবে, সহযাত্রীরা বিষয়টি নিয়ে এতটাই উত্তেজিত ছিলেন, তাঁকে বিধ্বস্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার সময়ও মারধর করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন জনৈক যাত্রী। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এয়ারপোর্ট থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি অভিজিৎ মন্ডল জানিয়েছেন, গোটা ঘটনা সম্পর্কে এয়ারপোর্ট অথরিটি থেকে থানায় খবর পাঠানো হয়। সেই অনুযায়ী পুলিশ এয়ারপোর্টে পৌঁছে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দেবনাথকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার ও করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার তাকে কোর্টে সোপর্দ করা হবে।

সাড়ে ৭ কিলো স্বর্ণালংকার উদ্ধার আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা রেলস্টেশন চেকিং এর সময় জিআরপির হাতে উদ্ধার প্রায় সাড়ে ৭ কেজি স্বর্ণালংকার। সাথে দুজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বাজারমূল্য আনুমানিক সাড়ে চার কোটি টাকা হবে। পরবর্তী সময় তাদেরকে কাস্টমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ধৃতরা শিলচর ও গুজরাটের বাসিন্দা। তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যের জুয়েলারী দোকান স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবসা করে থাকে। সেই মোতাবেক আগরতলায় বিভিন্ন জুয়েলারি দোকানে গোল্ড বিক্রয়ের জন্য এসেছিলেন। আজ তারা এই স্বর্ণগুলো নিয়ে গুহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল আগরতলা রেলস্টেশন থেকে।

অক্সিজেনের পাইপ চুরি তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে অক্সিজেন সরবরাহকারী পাইপ লাইনের পাইপ চুরি হয়ে যাওয়ার মত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরপরই স্বাস্থ্য সচিব দেবাশীষ বসু সেখানে ছুটে যান এবং জিবি হাসপাতালের নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থার মালিক নীলকান্ত সিংহার কাছে এ ধরনের চুরির ঘটনা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করেন। নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থার মালিক নীলকান্ত সিংহাকে তিনি চোর বলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়মিত পরিদর্শনে কাজের প্রকৃত অবস্থা জানা যায় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। নিয়মিত পরিদর্শন করলেই বর্তমান পরিকাঠামোগুলির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। আজ আগরতলা শহরের কয়েকটি সরকারি ভবন, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।আজ মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি সরকারি ভবন পরিদর্শনের পাশাপাশি গোর্খাবস্তিস্থিত বহুতলবিশিষ্ট রাজ্য প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ স্কুলটিও পরিদর্শন করেন।

প্রথমে আজ মুখ্যমন্ত্রী আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিমোট পরিদর্শন করেছেন এবং পরিকাঠামোসহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন। তিনি অডিটোরিয়ামের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্যায়ণ বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্র পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। পরিদর্শনকালে সেখানকার কিছু সমস্যা সম্পর্কে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর মিশন মুডে বিশেষ অভিযানে দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। পথ দুর্ঘটনা এড়াতে গত ১৯ শে আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা মিশন মুডে এক বিশেষ অভিযানের সূচনা করেছেন। এই বিশেষ অভিযানের মূল লক্ষ্য হল দুর্ঘটনার ব্ল্যাক স্পট , দুর্ঘটনা প্রবন অঞ্চল এবং জাতীয় ও মহাসড়ক গুলি দুর্ঘটনা প্রবন এলাকা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সেগুলি নিয়ন্ত্রনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ১৯ -০৮-২০২৩ থেকে ১৯-৯-২০২৩ পর্যন্ত এই অভিযান জারী ছিল। এর মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এ ফলাফলও মিলেছে। এই অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন নাকা তৈরি করা, হাইওয়েতে পেট্রলিং এর মাত্রা বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মত জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই এক মাসের বিশেষ অভিযানের পরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ৬০ শতাংশ কমেছে। পথ দুর্ঘটনায় আহতের হারও ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বলে পুলিশের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। আর টি এ কেসের সংখ্যাও ৫০ শতাংশ কমেছে।

এই ফলাফল খুবই সন্তোষজনক, আগামীতে এভাবেই প্রত্যেক জনগণ যদি ট্রাফিক নিয়মের পালন করেন তবে খুব সহজেই পথ দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনা যাবে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত রপ্তানীর পাওয়ার হাউস হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঃ রিপোর্ট

।। বিশেষ প্রতিবেদক।।

বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ কোম্পানি ইদানিংকালে চীন থেকে আমদানিরা পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার পথে হাটছে। একইসাথে, তারা ভারতকে ভবিষ্যতের রফতানির পাওয়ার হাউসগুলির তালিকায় অন্যতম উদীয়মান দেশ হিসেবে দেখছে। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বি সি জি) একটি প্রতিবেদনে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বাণিজ্যিক পরামর্শদান গোষ্ঠী, বি সি জি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রফতানিযোগ্য ম্যানুফেকচারিং শিল্পের পাওয়ার হাউস হিসাবে দ্রুত আবির্ভূত হচ্ছে। এই তিনটি স্থানে রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক স্বল্পব্যয় কাঠামো, পর্যাপ্ত শ্রমিকের বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র জুড়ে ক্রমবর্ধমান দক্ষতা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজারের অধিকারী হওয়ায় এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছে ভারত। ইঞ্জিন এবং টারবাইন উৎপাদনকারী হিসাবে ভারত দ্রুত উন্নতি করছে এবং বিসিজি বলেছে সম্ভাব্য বিশাল দেশীয় বাজারের অধিকারী হওয়ার অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চ মাঝারি মাত্রার উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের সীমাবদ্ধতার কারণে আমেরিকায় ক্রমে দুশ্চিন্তা বাড়ছে মার্কিন শিল্প সংস্থাগুলির। এর একটি দুটো বিকল্প হল, দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পণ্য উৎপাদনের আগে উপাদানগুলির চূড়ান্ত একীকরণ (এসেম্বলিং) এবং পদ্ধতিকে মেক্সিকোতে স্থানান্তর এবং উপাদানগুলিকে জার্মানিতে স্থানান্তর করা। দ্বিতীয় বিকল্পটি হল, উপাদানগুলির একীকরণ এবং ক্রয় দুটোই ভারতে স্থানান্তর করা। তবে প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেক্সিকো-জার্মানির বিকল্প ভাবনার তুলনায় এখানে বিপণন করার সময় ধীর হবে বা স্থিতাবস্থা থাকবে, কিন্তু এতে সম্ভাব্য খরচ বাঁচবে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "ভারত একটি অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ী প্রতিযোগিতামূলক দেশ এবং সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেছে। যদিও ভারত সবেমাত্র একটি প্রধান রফতানিকারক দেশ হিসাবে আবির্ভূত হতে শুরু করেছে, , তবে এর একটি ব্যাপক উৎপাদন ভিত্তি রয়েছে । বর্তমানে বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং ভারী যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে রাসায়নিক এবং অন্যান্য সরঞ্জামের জোগান অভ্যন্তরীণ বাজার থেকেই ভারত সমস্ত কিছু সরবরাহ করছে।

সমীক্ষা অনুসারে, রফতানি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে সরাসরি উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারত একটি শক্তিশালী সুবিধা ভোগ করে আসছে। বিসিজির হিসাব অনুযায়ী, উৎপাদনশীলতা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর স্টেশনে দুটি পিস্তল সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। দুটি পিস্তল এবং ম্যাগাজিন সহ বিসিক চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করল জিআরপিএফ।

ত্রিপুরা রাজ্যকে করিডোর বানিয়ে অস্ত্রের আদান-প্রদানের ঘটনা সংবাদপত্রে বেশ কয়েকবার উঠে এসেছে। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবার পাওয়া গেল। শিলচর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যে ট্রেনটি আসে ধর্মনগর স্টেশনে ৭ টা ২৮ মিনিটে ট্রেনটি পৌঁছার পর জিআরপিএফের কর্মীরা সন্দেহজনক ভাবে একজনকে তল্লাশি করে। তার নাম বিসিক চাকমা(৩৬), বাড়ি করবুক। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে দুটি বন্দুক উদ্ধার হয়। সে জানায়, সে এই বন্দুক দুটি ডিমাপুর থেকে কিনে এনেছে। দুটি পিস্তলের একটি ৪৫ হাজার এবং অন্যটি ৪০ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করেছে। আজ সে সন্ধ্যায় শিলচর থেকে আগরতলাগামী এক্সপ্রেসের উঠেছিজ। বাংলাদেশের শান্তি বাহিনীর কাছে বিক্রি করার কথা রয়েছে বলেও জানায় সে। জিজ্ঞাসাবাদে সে আরও জানায়, সে রইস্যাবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে নারী বিলের সমর্থনে বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। দেশের সামাজিক ও আর্থিক অগ্রগতির পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। আজ রাজ্যসভায় নারী সংরক্ষণ বিল নারী শক্তি বন্দন অধীনিয়ম সমর্থনে আলোচনা করতে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন মাতৃ শক্তি যদি না হয় তাহলে ভারত মাতা জয় কি করে হবে। তিনি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা যদি আমার সংসদ পদ চান তাও ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই কিন্তু মহিলা সংরক্ষণ বিল চাই। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন আমার মার চিন্তা চেতনার কারণেই বিপ্লব দেব আজ এই জায়গায়। এই বিল পেশ হওয়া য় তিনি প্রধানমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি দেশের সমস্ত নারীদের নমস্কার জানান। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর কারনেই আজ দেশের সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে। তার উদাহরণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন তিন তালাক, ৩৭০ ধারা, অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাম মতো কাজগুলি। যা সামাজিক ভাবে দেশের অগ্রগতি সহায় ক। তিনি বলেন মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হলে দেশ দেশের সামাজিক অগ্রগতি হবে। দেশ এগিয়ে যাবে। নারীশক্তি বন্ধন বিল শুধুমাত্র গণতন্ত্রে নারীদের সম্মানজনক অংশগ্রহণই বাড়বে না, সঙ্গে তাদের ক্ষমতায়ন ও সমৃদ্ধ করবে। এই বিলের মাধ্যমে মোদীজি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি কেবল ক্ষমতায়নের কথাই বলেন না , তিনি এই বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে কাজ করে দেখান।

নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে নারী সমিতির কটাক্ষ

লোকসভার আগে মোদির আরেকটি জুমলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ইতিমধ্যেই নারী শক্তি বন্ধন বিলকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য জুড়ে বিরোধীদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। সংসদে ৩৩ শতাংশ নারী সংরক্ষণের পেছনে সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির ভূমিকা সব থেকে বেশি বলে দাবি সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির।

এক বিবৃতিতে সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়, এটা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আরেকটি মোদি জুমলা। নারী নেত্রী রমা দাস বলেন, কয়েক দশক ধরে এই বিল পাশের জন্য ধারাবাহিক ভাবে নারী সংগঠন দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। সংসদে ১৯৯৬ সাল থেকে বিলটি উত্থাপনের চেষ্টা হলেও নানা তালবাহানা, বাধা বিপত্তির জন্য বিল পাশ করা সম্ভব হয়নি। সংখ্যা কম থাকায় বিল পাশ হয়নি। ২০১৪ সাল থেকে এন ডি এ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বিল পাশের কোন ধরনের উদ্যোগ নেয়নি। এমন কি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিজেপি সরকার নারী সংরক্ষণ বিল আলোচনার জন্য সংসদে তোলার প্রয়োজনও মনে করেনি।

তিনি আরো বলেন, অথচ বিগত ৯ বছরে বিজেপি-র নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বহু জনস্বার্থ বিরোধী বিল একের পর এক পাশ করিয়ে নিয়েছে এবং কার্যকরী করে চলেছে। বর্তমান সময়ে দেশের চরম সর্বনাশ রুখতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি-র বিরুদ্ধে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে "ইন্ডিয়া" মঞ্চ তৈরী করায় বিজেপি দল আতঙ্কগ্রস্ত, ভয় পেয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাই, নতুন সংসদ ভবনে বিশেষ অধিবেশন ডেকে নারী সংরক্ষণ বিল পাশ করানো প্রয়োজন মনে করলেন। এতে বিজেপি দল দেশের মহিলাদের সহানুভূতি পেয়ে যাবেন ভাবছেন, সে গুড়ে বালি, কারণ জনগণনা ও সংসদের আসন ডিলিমিটেশন হওয়ার পর নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে এবং ২০২৯ সালেও এটা কার্যকরী করা যাবে কিনা নিশ্চিত নয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই নেশা কারবারিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। নারকোটিক্স মামলায় অতিরিক্ত উদয়পুরের গোমতি জেলার দায়রা জজ টুটন দাস ও হারাধন দাস নামে দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেছে বৃহস্পতিবার। উল্লেখ্য গত ০১-০৫-২০১৯ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নুতনবাজার পুলিশ স্টাফ ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট এবং নগদ টাকা উদ্ধার করে তাদের কাছ থেকে। পাশাপাশি নুতনবাজার থানার অন্তর্গত গর্জনটিলা এলাকায় অভিযুক্ত টুটন দাসের বাড়ি থেকে ৭৬ হাজার নগদ টাকাও উদ্ধার করে। অভিযানে আসামিকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সাওয়াল জবাবের পর আদালত ওই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য নূতনবাজার থানার তদন্তকারী অফিসার এসআই দেবব্রত সিনহা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি শ্লীলতাহানীর ঘটনায় অভিযুক্তদের ২০ বছরের সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বীরগঞ্জ থানা এলাকায়। ২২.০৫.২০২১ তারিখে সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিত নাগাদ অভিযুক্ত হেমন্ত রিয়াং (২১) এক ১৪ বছর বয়সী নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করে এবং একই রাতে কাছের একটি জঙ্গলে তাকে ধর্ষণ করে। পরিবারের তরফে অভিযুক্তের বুরিদ্ধে মামলা করা হলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ আইনি ঝামেলার পর আজ অর্থাৎ ২১-০৯-২০২৩ তারিখে জেলা ও দায়রা জজ, গোমতি জেলা, উদয়পুর মামলা নং এস পি এল(পকসো) ২১/২০২১ -এর ক্ষেত্রে হেমন্ত রিয়াং (২১) পিতা- যতীন্দ্র রিয়াং, পিএস-বীরগঞ্জ নামে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ৩৪৯ ◻ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ◻ ৪ আশ্বিন ◻ শুক্রবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৪২% স্নাতক কর্মহীন !

সারা দেশেই কর্মসংস্থানের সুযোগ মারাত্মকভাবে কমিয়া যাইতেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে যাওয়ায় বেকাররা দিশেহারা। বেকারত্বের জ্বালায় দিশেহারা যুবসমাজ বিভ্রান্তিতে ভুগিতেছে। মানসিক অবসাদের ঘটনাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইতেছে। সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ কমিতেছে। স্নাতক, বয়স পঁচিশের কম, এমন ভারতীয়দের ৪২ শতাংশ কর্মহীন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ কর্মহীনের হার ২১.৪ শতাংশ। আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সমীক্ষার দাবি, দশম পাশ বেকারের হার ১৫ শতাংশ। আরও জানানো হইয়াছে যে স্নাতকদের বয়স ৩৫ বা তাহার বেশি হইলে কর্মহীনতার হার কমিয়া যায়। এই বয়সে কর্মহীনের হার ৫ শতাংশের কম। কিন্তু যে ধরনের কাজ তাঁহারা পান তাহার গুণমান নিয়া প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে। যে স্তরের দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন এই স্নাতকরা সেই মানের কাজ বা বেতন তাঁহারা পাইতেছেন কিনা সেই প্রশ্ন রহিয়া যাইতেছে। জি-২০'র দেশগুলির মধ্যে মানবোন্নয়ন রিপোর্টের নিরিখে ভারত একেবারে নিচের সারিতে। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের সুযোগ কম থাকিবার পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য রোজগারের উৎস কমিয়াছে। বেশিরভাগ কাজ অস্থায়ী প্রকৃতির, কাজের শর্তও কঠিন। তাহার ওপর মজুরি বা বেতন কম। সেই কারণে মানব উন্নয়নের সূচকগুলিতে ভারত পিছাইয়া গিয়াছে।

সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে 'স্টেট অব ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া ২০২৩' শিরোনামে। সমীক্ষকরা দেখিয়াছেন যে ১৯৯০'র পর থেকে নয়া উদারনীতি চালুর পর্বে বৃদ্ধির হার বাড়িলেও কর্মসংস্থানের হার সেই তুলনায় বাড়েনি। তার ওপর ২০০৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত অর্থনীতি যেভাবে চলছিল তাহাতে ধাক্কা দিয়াছে কোভিড পরিস্থিতি। কাজের বাজারে সেই পরিস্থিতির জের রহিয়াছে।বৃদ্ধি বাড়িলেও কর্মসংস্থানের হার না বাড়ায় দেশে সম্পদের কেন্দ্রীভবন হচ্ছে একদিকে। বিভিন্ন অংশই বলিতেছেন, এই পরিস্থিতির কারণে চাহিদার স্তরও কমিয়া যাইতেছে। ফলে কর্মসংস্থানে প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির মতো গতি তৈরি হইতেছে না। কোভিড পরিস্থিতির মারাত্মক প্রভাব পড়িয়াছে মহিলাদের আয়ে, বলিয়াছে এই সমীক্ষা। ২০১৯'র পর দেখা গিয়াছে মহিলাদের স্বনিযুক্তি বাড়িয়াছে। কর্মরত মহিলাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ স্বনিযুক্ত ছিলেন ২০২০'র কোভিড পরিস্থিতির আগেই। এখন তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ৬০ শতাংশ। কিন্তু আগে ১০০ টাকা আয় হইলে এখন হয় ৮৫ টাকা। পরিবারের সঙ্কটের কারণে রোজগার কম হওয়া সত্ত্বেও কাজ করিয়া যাইতে হইতেছে এই মহিলাদের।

রাজ্যসভায় পেশ মহিলা সংরক্ষণ বিল, মেঘওয়াল বললেন নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এই বিল

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লোকসভায় পাশের পর বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় পেশ করা হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এই বিল। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বলেছেন, 'যে মহিলা সংরক্ষণ বিল আমরা প্রস্তাব করছি তা ৩৩০ ধারায় একটি সংশোধনী, এই সংরক্ষণ অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উভয়ই।'

তিনি বলেছেন, 'আমি যে সাংবিধানিক সংশোধনী বিল নিয়ে এসেছি, তার মাধ্যমে ৩৩০ অনুচ্ছেদ, ৩৩২ অনুচ্ছেদ এবং ৩৩৪ অনুচ্ছেদে একটি ধারা সন্নিবেশ করা হবে। এর মাধ্যমে লোকসভা এবং দেশের সমস্ত রাজ্য বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত হবে। এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আরও বলেছেন, 'তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি মহিলাদেরও এর আওতায় সংরক্ষণ থাকবে। সুতরাং, আদমশুমারি এবং সীমাবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ, বিলটি পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদমশুমারি এবং সীমানা নির্ধারণ করা হবে। এটি একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। কোন আসনে মহিলারা থাকবেন, তা নির্ধারণ করবে ডিলিমিটেশন কমিশন।'

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এখন খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি

লখনউ, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নরেন্দ্র মোদী সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। নারী শক্তি বন্দন আইন ২০২৩ পাশ করার জন্য ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। পূর্ব উত্তর প্রদেশের রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির এলাকা প্রচারক শশী জানান, মহিলারা সংসদ এবং বিধানসভায় যে সুযোগগুলি পাচ্ছেন তা মহিলাদের জন্য একটি গর্বের ব্যাপার। তিনি আরও বলেন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এখন খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি বিশ্বাস করে যে আদিশক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে সেখানে বিভিন্ন সময়ে নারীশক্তি কখনও কালী, কখনও লক্ষ্মী ও কখনও সরস্বতী রূপে প্রকট হন। ঠিক সেইরকমভাবেই মহিলা সাংসদ ও বিধায়করা ভবিষ্যতে তাদের ভূমিকা সঠিকভাবেই পালন করবেন। মহিলাদের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে অনেক অভিনন্দন।

চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য ভারতের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য রাখলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, 'চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য আমাদের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি, কারণ আরও কয়েকটি উন্নত দেশ এখনও চাঁদে পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে প্রথম দেশ হিসেবে আমরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেও গিয়েছি।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, যারা নিজস্ব দেশ এবং দেশের অর্জন নিয়ে গর্ববোধ করেন, এটি তাঁদের সবার জন্য গর্বের বিষয়। এই সাফল্যের জন্য আমি ইসরো-র বিজ্ঞানীদের এবং বৃহত্তর ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানাই।'

ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি, বর্ষণ চলবে ২৩ সেপ্টেম্বর

রাঁচি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামী দুদিন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার ভারী বৃষ্টিপাতও হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানী রাঁচি সহ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সমস্ত জায়গায় বৃষ্টিপাত হবে। মৌসম ভবনের আবহাওয়াবিদ অভিষেক আনন্দ বৃহস্পতিবার বলেন, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলেই ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে।

ডাল বাঁকালেই বাড়তি পেয়ারা বিপুল লক্ষ্মীলাভের সম্ভাবনা

বর্ষাকালের পেয়ারার মান তুলনামূলক খারাপ হয়। নানারকম রোগপোকার আক্রমণের কারণে এবং খেতেও লাগে বিস্বাদ। এই সমস্যার সহজ সমাধান হিসাবে বর্তমানে পেয়ারা গাছের ডাল বাঁকানো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নানা জায়গায়। এই পদ্ধতি সাফল্য লাভ করে প্রশংসা অর্জন করেছে যথাযথভাবে। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক সুস্মিতা দে এবং সৌষ্ঠভ দত্ত।

সবুজ রঙের গোলাকৃতি দৃষ্টিবিলাসী একটি জনপ্রিয় ফল হল পেয়ারা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে সারা বছরই এই ফলের চাষ হয়ে থাকে। নানারকম স্বাস্থ্যকর গুণাবলীর উপস্থিতির কারণে এবং তুলনামূলক সহজসাধ্য হওয়ায় এই ফল হয়ে উঠেছে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সহজলভ্য। তাই ফলটি 'গরিবের আপেল' নামেও সুপরিচিত। পেয়ারা একটি দ্রুত বর্ধনশীল গ্রীষ্মকালীন ফল। দেশের সর্বত্রই কম বেশি এই ফলের চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা যেমন মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়াতে বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু পরিস্থিতিতে সারা বছরেই এই ফলের চাষ হলেও, সমস্ত ফলের গুণগত মান সমান হয় না বিভিন্ন কারণে।

পুষ্টি ও গুণাগুণ

পেয়ারা ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ একটি ফল। করোনাকালে মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রায়শই চিকিৎসকরা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভিটামিন সি-এর উৎস হিসেবে যে সমস্ত ফল বাজারে সহজলভ্য, তাদের মধ্যে পেয়ারা হল অন্যতম। পেয়ারা একদিকে যেমন দেহের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে দাঁত মজবুত রাখতেও অন্যতম ভূমিকা নেয়। এছাড়া পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-বি ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ যেমন-ক্যালসিয়াম ও আয়রন পাওয়া যায়। পেয়ারা কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য ফলে ১৪.৫ শতাংশ শ্বেতসার, ১.৫ শতাংশ প্রোটিন, ১.০ শতাংশ লৌহ, ক্যালসিয়াস, ৩০.০ মিলি গ্রাম ভিটামিন বি-১, ৩০.০ মিলিগ্রাম রিবোফ্লেভিন, ২৯৯.০ মিলীগ্রাম ভিটামিন-সি এবং ৬৬ ক্যালরি রয়েছে। ফলে যথেষ্ট পরিমাণে পেকটিন থাকায় সহজেই জ্যাম, জেলি, চাটনি ইত্যাদি মুখরোচক খাবার তৈরি করা যায়।

পেয়ারার উল্লেখযোগ্য জাত

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পেয়ারার যে সব জাত ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় সেগুলি হল, এল-৪৯, এলাহাবাদ সফেদা, বারুইপুর ও খাজা পেয়ারা। এইসব জাতগুলির মধ্যে 'বারুইপুর লোকাল' ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে। এই জাতের ফলের আকার যেমন বড়, দেখতে সুন্দর ওফলের মধ্যে বীজ কম থাকে। লোকাল ট্রেনে এই জাতটির ফল অহরহ বিক্রি হতে দেখা যায় এবং ক্রেতাদের মধ্যেও কেনার ঝোঁক প্রবল। এই গুরুত্বপূর্ণ পেয়ারার জাতটিতে ডাল বাঁকানো পদ্ধতি বিপুল হারে প্রয়োগ করে অধিক পরিমাণে সুস্বাদু ফল পাওয়া যাচ্ছে।

ডাল বাঁকানো পদ্ধতি কী?

পেয়ারার ফুল নতুন শাখায় আসে। অসময়ে বেশি ফুল-ফল পেতে গাছের লম্বা ডাল বেঁকিয়ে অন্য ডালের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় কিংবা ডালের ডগায় ওজন ঝুলিয়ে বাঁকানো হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যে ডালের বাঁকানো অংশের কাছ থেকে নতুন প্রশাখা বেরিয়ে, সেখান থেকে ফুল-ফল ধরতে থাকে।

ডাল বাঁকানো পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ

কমপক্ষে ৫×৫ মিটার দূরত্বে বসানো পেয়ারা বাগানে তিন থেকে আট বছর বয়সী গাছ গুলিতে ডাল বাঁকানো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

ডাল বাঁকানোর ১৫-২০ দিন আগে, প্রতিটি গাছের বাৎসরিক প্রয়োজনীয় সারের অর্ধেক পরিমাণ সার প্রয়োগ করে দিতে হবে। ডাল বাঁকানোর সময় ডালের ডগার ১২-১৪ জোড়া পাতা রেখে বাকি সব পাতা ফুল ও ফল ঝরিয়ে ফেলতে হবে।

এরপর গাছের চারদিকের সমস্ত ডালগুলি গোড়ার দিক থেকে আগার দিকে বেঁকিয়ে, ডালের ডগার অংশ দড়ি দিয়ে মাটিতে পোলের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। এইভাবে গাছের সমস্ত অংশ বেঁকিয়ে মাঝের অংশকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

এরপর যখন বাঁকানো ডাল গুলি থেকে নতুন প্রশাখা বেরোতে শুরু করে, তখন ওই পোল থেকে সাবধানে দড়ি খুলে ডাল গুলিকে পুনরাবস্থায় নিয়ে যেতে হবে।

নতুন প্রশাখায় আসা ফুল থেকে মার্বেল আকৃতির ফল ধরলে বাকি পরিমাণ সার গাছে প্রয়োগ করতে হবে।

ডাল বাঁকানো পদ্ধতির সুবিধা

নির্দিষ্ট সময়ে গুণগত মানসম্পন্ন ফল পাওয়া যায়।

অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব।

এই পদ্ধতি তুলনামূলক সহজ এবং কম খরচে হয়।

একই মাপের ফল পাওয়া সম্ভব।

রোগ পোকার আক্রমণ কম হয়।

ডাল বাঁকানোর সময়

বছরের যেকোনও সময়ে ডাল বাঁকানো গেলেও পেয়ারা গাছের ফুল ফল ধরার নিরিখে সাধারণত দুটি সময়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ডাল বাঁকালে ৮-১০ দিন পর নতুন প্রশাখা দেখা দেয় এবং ৪৫ দিন পর ফুল আসে। আশ্বিন কার্তিক মাসে ডাল বাঁকালে ২০-২৫ দিন পর নতুন প্রশাখা আসে এবং ৬০-৬৫ দিন পর ফুল আসে। এছাড়া হেমন্তকালে ডাল বাঁকালে ১৫-২০ দিন পর নতুন প্রশাখা আসে এবং ৪৫-৬০ দিন পরে নতুন ফল আসে।

অতিরিক্ত আয়ের দিশা

যেহেতু মূল ফসলটি ৫×৫ মিটার দূরত্বে লাগানো, তাই মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা অপচয় না করে সেখানে সাথী ফসল হিসাবে আদা, হলুদ কিংবা যেকোনও মরশুমী সবজি গাছ চাষ করে চাষিভাইরা একই জমি থেকে অতিরিক্ত আয়ের সন্ধান পেতে পারেন। এক্ষেত্রে পেয়ারা গাছের বয়স ৫ বছর হওয়া পর্যন্ত এই সাথী ফসল চাষ করা যেতে পারে এবং নিঃসন্দেহে কৃষকরা এতে উপকৃত হবেন।

ডাল বাঁকানো পদ্ধতি অবলম্বন করে চিরাচরিত পদ্ধতির তুলনায় ফলন বৃদ্ধি এই পদ্ধতিতে পেয়ারা গাছে সারা বছরই অর্থাৎ অসময়ে ফল ধরে। অসময়ে ফল ধরার কারণে ফলের বাজারমূল্যও বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে অনেক কম খরচে কোনওরকম ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার না করেই বেশি ফলন পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির প্রয়োগে প্রতিটি পেয়ারা গাছ থেকে সাধারণ পদ্ধতিতে চাষের তুলনায় কম করে হলেও ৮-১০ গুণ বেশি পেয়ারা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। গাছের বয়স ২ বছর হওয়ার পরেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে এবং ৮ বছর বয়স পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে এর প্রয়োগ করে অধিক ফলন লাভ করা যাবে। একটি ৩-৪ বছরের পেয়ারা গাছে ডাল বাঁকানো পদ্ধতিতে গড়ে ৩০-৪০ কেজি পেয়ারা পাওয়া সম্ভব। কোনও কৃষক তার ১ হেক্টর জমিতে (৫×৫ মিটার দূরত্বে বসানো) ৪০০টি পেয়ারা গাছ লাগালে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করে রাসায়নিক সার, জৈব সার এবং অনুখাদ্য ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে আনুমানিক ৭০-৮০ হাজার টাকা খরচ করলে প্রায় ১৪০-১৫০ কুইন্টাল ফলন পেতে পারবেন এবং বাজারে যদি ৩০ টাকা প্রতি কেজিতে ফল বিক্রি করেন তবে ১ বছরে প্রায় ৪.৫-৫ লক্ষ টাকা আয় করতে সক্ষম হবেন। খরচের সাপেক্ষে এই বিপুল পরিমাণ প্রাপ্য লাভ দেখে অনেক চাষিভাইরা উৎসুক হবেন এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটিকে পেয়ারা গাছে প্রয়োগ করার লক্ষে এবং নিশ্চিত ভাবে তারা সফলতা পাবেন এই আশা করাই যায়। লক্ষ করা গিয়েছে যে ডাল বাঁকানোর পর যদি বৃষ্টি আসে তাহলে নতুন শাখায় বৃদ্ধি অস্বাভাবিক ঘটে এবং ওইশাখায় ফুল আসে না। অর্থাৎ ডাল বাঁকানোর ৩-৪ সপ্তাহ অবধি বৃষ্টি বা আর্দ্র আবহাওয়া ফুল আসার পক্ষে ক্ষতিকারক। এইভাবে গ্রীষ্মকালে (মে-জুন মাস) ডাল বাঁকানো হলে ফল পাকতে শুরু করবে অক্টোবর-জানুয়ারি মাসের মধ্যে। উন্নত জাতের কলমের চারা সঠিক দূরত্বে লাগালে, ঠিকমতো প্রশিক্ষণ, সার প্রয়োগ, পরিচর্যা করলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সারা বছর ফল পাওয়া সম্ভব। কৃষকবন্ধুদের সঠিক পথ দেখাতে পারলে সহজেই সারাবছর এই ফলের চাষ করা যাবে অচিরেই এবং কৃষি জগতে দেখানো যাবে নতুন দিশা।

বাংলার প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ারের নাম কি ? কোন বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলেন ?

সাল ১৯৪৭। স্বাধীন দেশে সে সময় প্রযুক্তিবিদ্যার অধ্যয়নে দিকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল পুরুষেরা। সে সময়ের প্রযুক্তিবিদ্যার অধ্যয়নের অন্যতম পীঠস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ১৯৪৭ সালেই মহিলাদের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের ততালীন নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি খুলে দিলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দরজা। দুইজন ছাত্রী উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায়। ওই দুই ছাত্রী ভর্তি হলেও তাদের মধ্যে একজন দ্বিতীয় বর্ষেই ছেড়ে দেন কলেজ। রয়ে গেল একজন ছাত্রী। গোটা ব্যাচে তিনিই ছিলেন একমাত্র ছাত্রী। বাকি সবাই ছিল ছাত্র। ১৯৫১ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলেন সেই ছাত্রী। আর তাকেই বলা হয় বাংলার প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। তিনি হলেন ইলা মজুমদার। ১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা ছিলেন যতীন্দ্র কুমার মজুমদার যিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং মা ছিলেন গৃহবধূ। ছোট থেকেই তার বাবা তাকে মুক্ত পরিবেশে বড় করে তোলেন। ইলা ১২ বছর বয়সেই সাইকেল চালাতে পারতেন এবংজিপ চালানো শিখেছিলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। নবম শ্রেণী পর্যন্ত খুলনায় পড়াশোনা করার পর তার পুরো পরিবার ১৯৪৫ সালে চলে আসে কলকাতায়। সেই বছর স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি ইলা। তাঁকে পরের বছর স্কুলে ভর্তি হতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি তে উত্তীর্ণ হন। এরই মধ্যে ইলা বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখানে ভর্তি হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ তাঁকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে নিষেধ করেছিলেন কারন এতে প্রচন্ড শারীরিক পরিশ্রম দরকার বলে। তাই তিনি ভর্তি হয়েছিলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সে সময় তার কাছে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ আসে কিন্তু তিনি সেই সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করেন। ওই কলেজে তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা ছাত্রী তথা বাংলার প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। প্রথম প্রথম মানিয়ে নিতে অসুবিধা হলেও পরে তার বন্ধুত্ব হয়ে যায় ছাত্রদের সাথে। সে সময় যেহেতু ছাত্রীদের জন্যে আলাদা কোনো হোস্টেল ছিল না সেইজন্য তিনি থাকতেন লাইব্রেরির বাম প্রান্তের একটি ঘরে। এই সময় তার পাশে দাঁড়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পুলিন বিহারী ঘোষ। যাকে বলা যেতে পারে কলেজে ইলার অভিভাবক। ১৯৫১ সালে ইলা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হলেন। তারপর গ্লাসগোতে ট্রেনিং করতে যান। ট্রেনিং শেষ করে ভারতে ফিরে এসে দেরাদুনের অর্ডন্যান্স

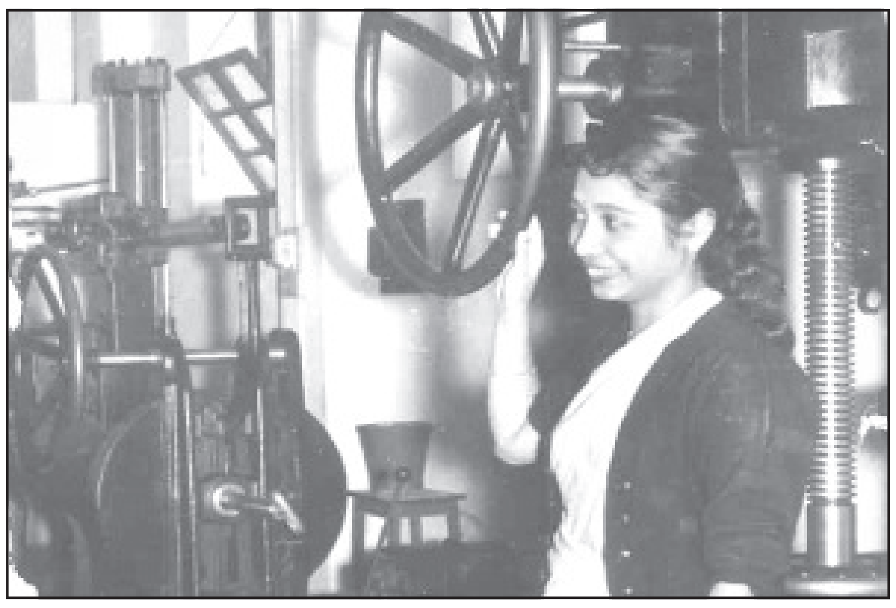

ফ্যাক্টরিতে কাজে যোগ দেন। তিনি ছিলেন ভারী যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানায় কাজ করা ভারতের প্রথম মহিলা। ওই সময় স্টাফ কোয়ার্টারেইলা থাকতেন ইলা। ওখানে ছয় মাস চাকরি করার পর অধ্যাপক হিসেবে দিল্লি পলিটেকনিক কলেজে যোগ দেন। এরপর তিনি লেকচারার হিসাবে যোগ দান করেন কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ জুট টেকনোলজিতে। কলকাতার প্রথম মহিলা পলিটেকনিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ওই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন ইলা মজুমদার ছিলেন। তার কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে ১৯৮৫ সালে তাকে জাতিসংঘের তরফ থেকে ঢাকা শহরে একটি মহিলা পলিটেকনিক কলেজ খোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু ওই সময় তাঁকে ছাড়তে রাজি ছিলেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরে অবশ্য তিনি সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করেছিলেন কাজটি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ইলা মজুমদার ছিলেন এমন এক মহিলা যিনি তার প্রতিভা দিয়ে গড়ে তুলেছেন ইতিহাস।

ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘতম বছর কোন সালে হয়েছিল ?

ছোটবেলা থেকে আমরা ৩৬৫ দিনে এক বছর ট্রেনে এসেছি এবং বইয়ের পাতাতেও পড়ে এসেছি। যার কারণে চোখের পলকে যেন একটা বছর চলে গেল মনে হয় আমাদের। কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে আসলে ক্যালেন্ডার দেখলে চোখ কপালে উঠবে সকলের। কারণ সেই সময় ৩৬৫ দিনে নয় বরং ৪৪৫ দিনে হতো এক বছর। বিষয়টি তাজ্জব লাগলেও বাস্তবে সত্য। কারণ রোমান ক্যালেন্ডার ছিল সবথেকে জটিল ও অপরিষ্কার ক্যালেন্ডার। কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি দিনের বছর রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সময়কালেই।

সময়টা ছিল ৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং এই দীর্ঘতম বছরটি বিখ্যাত রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার তৈরি করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ সাল ছিল ৪৪৫ দিনের! কারণ রোমান ক্যালেন্ডার ১২ মাস এবং ৩৫৫ দিনে ছিল। রোমানরা জানত যে সৌর বছর ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা দীর্ঘ, তাই তাদের অধিবর্ষকে সৌর বছরের সাথে মেলাতে অতিরিক্ত ২২/২৩ দিন যোগ করতো। তখন ২ বছর পর অধিবর্ষ হতো। সেই অনুযায়ী রোমান ক্যালেন্ডারে বছরের দিন সংখ্যা হতো ৩৫৫ দিন, ৩৭৭ বা ৩৭৮ দিন। এই জটিলতম ক্যালেন্ডার আরো জটিল করে তুলেছিল তখনকার রোমান পুরোহিতেরা। রোমান পুরোহিত পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস নিজ সুবিধার্থে অধিবর্ষে আরেকটি নতুন সংযোজন করেন। যখন তার মিত্র দল শাসন করবে তখন তিনি অধিবর্ষকে দীর্ঘ করে দিতেন, আর বিরোধীদল শাসনে আসলে তা ছোট করে দিতেন।

যেহেতু ক্যালেন্ডারে এমন জটিলতা থাকতো তাই সাধারণ মানুষটা ওই ক্যালেন্ডারের দিনক্ষণ খুব একটা মনে রাখতেন না। পরবর্তীতে, ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি প্রবর্তন করেন নতুন এক বর্ষপঞ্জির। তিনি হিসাব করে বের করে দেখেন, জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতিবছর ১১ মিনিটের গরমিল থাকায় ইস্টার ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছিল। তাই গ্রেগরি নতুন ক্যালেন্ডার নির্মাণ করেছিলেন। তবে ১৭ শতাব্দী পর্যন্ত ফ্রান্স, ব্রিটেন কিংবা জার্মানির কেউ এই নতুন ক্যালেন্ডার গ্রহন করেনি। তারা মনে করতো এগুলো সব ক্যাথলিকদের ষড়যন্ত্র। এমনকি রাশিয়াতে তো ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের আগ পর্যন্ত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার ছিল রাশিয়ার সরকারী ক্যালেন্ডার। যদিও পরবর্তিতে আস্তে আস্তে মানুষ নতুন ক্যালেন্ডার গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারত থেকে আরও ৬ কোটি ডিম আমদানি করবে বাংলাদেশ

ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ডিমের বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে ভারত থেকে আরও ছয় কোটি ডিম আমদানি করবে বাংলাদেশ। দেশের ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে এই ডিম আমদানির অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে মোট ১০ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. হায়দার আলী এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে ১৮ সেপ্টেম্বর দেশের চার প্রতিষ্ঠান থেকে এক কোটি করে মোট চার কোটি ডিম আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়। এবার আরও ছয় কোটিসহ মোট ১০ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। কোথা থেকে আমদানি করা হবে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, একটি কোম্পানি বলেছে যে ভারত থেকে তারা ডিম আনবে। তবে যেকোনো উৎস থেকে তারা ডিম আনতে পারবে, যেখানে দাম কম পাবে, কিংবা যেখান থেকে দ্রুত আনতে পারবে।

বাজার নিয়ন্ত্রণে নতুন করে আরও ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে ছয় কোটি পিস ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। গত সপ্তাহে সরকার প্রতি পিস ডিমের দাম ১২ টাকা দাম নির্ধারণ করে দেয়। কিন্ত এই দামে বাজারে ডিম মিলছে না।

আমদানিতে কোন শর্ত আছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কোনো শর্ত নেই। সুবিধামতো আনবে, যাতে ভোক্তারা কম দামে পায়। বিক্রির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় যে দাম বেঁধে দিয়েছে, সেই দামেই বিক্রি করতে হবে। অর্থাৎ ১২ টাকায় ডিম বিক্রি করতে হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশে প্রতিদিন চার কোটি ডিমের প্রয়োজন হয়। এজন্য দেশের বাজারে ডিমের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার আমদানির পর বাজার স্থিতিশীল আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।

এদিকে ১৪ সেপ্টেম্বর নিত্যপ্রয়োজনীয় আমিষের দাম বাড়ার মধ্যে খুচরা পর্যায়ে ডিমের দাম ১২ টাকা নির্ধারণ করে সরকার। তবে সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের প্রভাব পড়েনি রাজধানীর কাঁচাবাজারে। ওইদিন বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ডিমের উৎপাদন খরচ সাড়ে ১০ টাকা হওয়ায় আমরা এই দাম নির্ধারণ করে দিয়েছি। প্রতি পিস ডিম এখন থেকে ১২ টাকায় বিক্রি করা হবে। প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ওই দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাজুলিতে ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে আবদ্ধ ৬৩ জন যাত্রীবাহী ফেরি জাহাজ

মাজুলি (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মাজুলিতে ভরা ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে আটকে রয়েছে ৬৩ জন যাত্রী, মোটর বাইক ও চার চাকার গাড়িবাহী ফেরি জাহাজ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ৮:৩০ মিনিট থেকে মাঝ নদীতে আটকে রয়েছে জাহাজটি।

জানা গেছে, এমভি ডিগারু নামের ফেরি জাহাজটি মাজুলির নিমাতিঘাট থেকে কমলাবাড়ি ঘাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সকাল প্রায় আটটায়। মাঝ নদে গিয়ে প্রচণ্ড স্রোতের জন্য জাহাজটি আর এগোতে পারছে না। এতে জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

সূত্রের খবর, ৬৩ জন যাত্রী ছাড়াও জাহাজে রয়েছে ১৭টি মোটর সাইকেল এবং দুটি চার চাকার গাড়ি। তবে সবাই নিরাপদে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছনোর আশা করছেন। এদিকে ব্রহ্মপুত্রের বুকে ফেরি জাহাজ আটকে পড়ার খবর পেয়ে এসডিআরএফ নিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়েছে পুলিশ। যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য কমলাবাড়ি ঘাট থেকে আরেকটি ফেরি পাঠানো হয়েছে, জানিয়েছে সূত্রটি।

কিয়েভকে আর অস্ত্র সরবরাহ করবে না পোল্যান্ড

ওয়ারশ, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না পোল্যান্ড। শস্য নিয়ে কূটনৈতিক বিরোধের জেরে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউক্রেনের অন্যতম মিত্র দেশটি। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের শুরু থেকেই কিয়েভকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন দিয়েছে পোল্যান্ড। এছাড়া, ইউক্রেনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ পোল্যান্ড। পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কিয়েভকে অস্ত্র দেওয়ার পরিবর্তে আরও আধুনিক অস্ত্র দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করার দিকে মনোনিবেশ করবে তার দেশ।

কিয়েভ থেকে খাদ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য প্রতিবেশী তিনটি দেশের বিরুদ্ধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) কাছে মামলা করে ইউক্রেন। তিনটি দেশ হল স্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি।

এদিকে, রাষ্ট্রসংঘে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলদেমির জেলেনস্কির করা মন্তব্যের জন্য ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রদূতকে মঙ্গলবার তলব করেছিল পোল্যান্ড। তবে কিয়েভের অভিযোগ, ইউক্রেনের ইইউ প্রতিবেশীদের এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন। অন্যদিকে, আমদানি বন্ধ রাখা দেশগুলো বলছে, সস্তায় শস্য আমদানির প্রভাব থেকে নিজেদের কৃষকদের রক্ষা করতে এই নিষেধাজ্ঞা আবশ্যক।

গত বছর ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকে কৃষ্ণসাগরে জাহাজ চলাচলের প্রধান লেন বন্ধ হয়ে যায়। স্থলপথে বিকল্প রুট খুঁজতে বাধ্য হয় ইউক্রেন। এর ফলে মধ্য ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে শস্য ঢুকতে থাকে। সেই ঘটনার জেরে সব দেশের কৃষকরা তখন থেকেই প্রতিবাদ-সমাবেশ করে আসছে।

ফলে ২৭ সদস্যের ইইউ ব্লক চলতি বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পোল্যান্ডসহ পাঁচ দেশে ইউক্রেনের শস্য আমদানির ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।

মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনে ইইউয়ের নির্বাহী সংস্থা হিসেবে ইউরোপীয় কমিশন এ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্রাতিস্লাভা, ওয়ারশ ও বুদাপেস্ট সরকার ইউরোপীয় কমিশনের এই পদক্ষেপ মানতে অস্বীকার করে।

ইউক্রেনের অর্থমন্ত্রী ইউলিয়া স্ভিরিডেনকো বলেছেন, আমাদের জন্য এটি প্রমাণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইউরোপীয় কমিশনের সিদ্ধান্তের বাইরে ব্লকের সদস্য রাষ্ট্রগুলো পৃথকভাবে ইউক্রেনের পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করতে পারে না। তাই আমরা স্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তে মামলা করেছি।

জবাবে পোল্যান্ড সরকারের মুখপাত্র পিওর মুলার বলেন, আমরা আমাদের অবস্থানে অনড়। আমরা মনে করি, এটিই সঠিক পদক্ষেপ। ইইউ ও আন্তর্জাতিক আইন থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতার ভিত্তিতেই এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় ইউক্রেনকে প্রচুর সহায়তা দিয়েছে পোল্যান্ড। জার্মানির তৈরি শক্তিশালী লিওপার্ড-২ যুদ্ধ ট্যাংক কিয়েভকে সরবরাহের পাশাপাশি দেশটিকে যুদ্ধবিমান দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল পোল্যান্ড। এছাড়া, ইউক্রেন থেকে পালিয়ে আসা ১৫ লাখেরও বেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে পোল্যান্ড।

সামশেরগঞ্জে বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

সামশেরগঞ্জ, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে প্রচুর সুতলি বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে দু''বালতি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য ইতিমধ্যেই বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে হাজিপুর গ্রামে একটি ঝোপে দুটি বালতির মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় কিছু বোমা দেখতে পান গ্রামবাসীরা। এরপর দ্রুত সামশেরগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে জায়গাটি ঘিরে দেয়। গ্রামবাসীদের অনুমান দুটি প্লাস্টিকের বালতিতে ১০ টি বোমা রয়েছে। কে বা কারা ওই বোমাগুলো এলাকাতে রেখে গেল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, গত কয়েকদিন ধরে সামশেরগঞ্জ থানার বিভিন্ন গ্রামে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধারের জন্য বিশেষ তল্লাশি অভিযান চলছে। পুলিশি অভিযানের ভয়ে কোনও দুষ্কৃতী দল বোমাগুলো ফেলে গেছে বলে পুলিশের অনুমান।

জলশক্তি মন্ত্রী কাবেরী নদীর জলবন্টন নিয়ে বিরোধে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন: ডি কে শিবকুমার

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার জানান, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত কাবেরী জলবন্টন নিয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে সেটি গুরুত্বসহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ডি কে শিবকুমার একথা জানান।

রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ডি কে শিবকুমার বৃহস্পতিবার বলেন, কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করতে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। তিনি আরও বলেন, পুরো কর্ণাটক রাজ্য ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই আমরা জলশক্তি মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি যে তিনি যেন বিষয়টি দেখেন।

তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে ন্যায়বিচার করা হবে। আমরা কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীকে আমাদের দুর্দশার কথা জানিয়েছি। তাঁর প্রতিক্রিয়া ইতিবাচকই ছিল। আমাদের আবেদনের শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের আনন্দে মিষ্টিমুখ বিজেপি মহিলা মোর্চার, প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন ধন্যবাদ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিলের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যরা।

আনন্দে মিষ্টিমুখ করলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজয় চকে মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ উদযাপন করেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যরা। পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানান।

মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে দিল্লি বিজেপি মহিলা মোর্চার সভাপতি রিচা পান্ডে মিশ্র বলেছেন, 'আমরা মহিলা সংরক্ষণ বিলের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং সমস্ত সাংসদদের ধন্যবাদ জানাই।

এখন দেশের সমস্ত মহিলা খুশি, এবং এই বিলের ২৭ বছরের ''বনবাস'' শেষ হয়েছে... আমরা আশা করি শীঘ্রই ৩৩ শতাংশ নারীদের সংসদে দেখা যাবে।'

যানবাহনের বাধ্যতামূলক পরীক্ষার সময়সীমা বাড়ালো সরকার

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সরকার যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষার তারিখ ১ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্বয়ংক্রিয় টেস্টিং স্টেশনগুলির মাধ্যমে পরিবহন যানবাহনের 'বাধ্যতামূলক পরীক্ষা'—র তারিখ ১ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হল।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা শুধুমাত্র অটোমেটেড টেস্টিং স্টেশনের মাধ্যমে করা যাবে।

এর আগে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক জানায়, ১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে এটিএস-এর মাধ্যমে ভারী পণ্যবাহী যান এবং যাত্রীবাহী মোটর গাড়িগুলির ফিটনেস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মামলায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিশ্বভারতী নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা হয়েছে। এর মধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হলেন বিশ্বভারতীয় জয়েন্ট রেজিস্ট্রার ও অ্যাক্টিং রেজিস্ট্রার। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ নিয়ে ছ''মাস পর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই ঘটনা শান্তিনিকেতন থানার তলব পেয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেই তলবের বিরোধিতা করেই আদালতের দ্বারস্থ হয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। ১২ ডিসেম্বরের ঘটনা ১৯ এপ্রিল অভিযোগ হয়। এই মামলার শুনানিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। সাত মাস পর কেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে থানায় তলব করা হল, সেই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলার শুনানি চলাকালীন বলেন, ''সাত মাস পর পুলিশ বুঝতে পারল যে এদের ভূমিকা রয়েছে। এই আশ্চর্য্য হওয়ার মতো বিষয়। এটা এফআইআর খারিজের আদর্শ মামলা।'' বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, ''মামলা খারিজের আবেদন করছেন না কেন? তাহলে তো পুলিশ তদন্তের জন্য ডাকার সুযোগই পেত না। তবে তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য একবার অন্তত যেতেই পারেন।''

বিশ্বভারতীর আইনজীবী হাইকোর্টে বলেন, ''শুধু এই একটা নয়, গত কয়েক মাসে এমন ১৪-১৫টা অভিযোগ করা হয়েছে। আসলে হেনস্থা করার জন্যই এইসব করা হয়েছে।'' সওয়ালের পর বিচারপতি জানতে চান, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কী এফআইআর খারিজ চাইছেন? এই মামলায় আদালতের নির্দেশ, ''আবেদনকারীরা অভিযুক্ত নন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্য পুলিশকে আগে থেকে সময় নিয়ে তাঁদের অফিস বা অন্য কোনও জায়গায় গিয়ে দেখা করতে হবে। তবে তদন্তের নামে পুলিশ তাঁদের কোনওভাবেই হেনস্থা করবে না বলে মনে করে কোর্ট।''

মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের বিশদ হিসেব জানতে আরটিআই শুভেন্দুর

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফরে কত খরচ হল? তা জানার অধিকার রাজ্যের মানুষের আছে বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে এবার আরটিআই করলেন তিনি।

মমতার বিদেশ সফর নিয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর চেয়ে আরটিআই করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

সিআইডিকে পাঁচ লক্ষ টাকার জরিমানার নির্দেশ খারিজ করল আদালত

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমিতিতে ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ মামলায় সিবিআই-ইডি তদন্তে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ বহাল রাখল বিচারপতির সব্যসাচী ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে সিআইডিকে পাঁচ লক্ষ টাকার জরিমানার নির্দেশ খারিজ করল আদালত। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দেয়, কোনও জরিমানা দিতে হবে না সিআইডি-কে। সিআইডির বিরুদ্ধে করা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যও নির্দেশনামা থেকে অপসারিত করে ডিভিশন বেঞ্চ। তদন্ত বহাল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে আলিপুরদুয়ার সমবায় সমিতিতে ৫০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তাতে বিস্মিত ছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এই মামলায় প্রাথমিকভাবে তদন্ত শুরু করে সিআইডি। কিন্তু তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পরে এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

সওয়াল জবাবের সময়ে সিবিআই আদালতে অভিযোগ করেন. এই মামলার তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত নথি সিআইডি সিবিআই-এর হাতে দেয়নি। ফলে তদন্ত করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়ে সিআইডি। পাঁচ লক্ষ টাকার জরিমানার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।বিচারপতি সে সময়ে বলেছিলেন, “আপনাদের নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ করুন। ” সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য।

সিতাইয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার যুবক

সিতাই, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের উত্তর বরথর এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল সিতাই থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম হাসিম মিঁয়া(২৩)। তার বাড়ি সিতাই থানা এলাকার চামটায়।

জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সিতাই থানার আইসি প্রবীন প্রধানের নেতৃত্বে এসআই অমর বর্ধন পুলিশ বাহিনী নিয়ে সীমান্তের উত্তর বরথর এলাকায় হানা দেন। রাস্তায় পুলিশের গাড়ি দেখতে পেয়ে দুষ্কৃতীরা পালাতে শুরু করে। তখন পিছু ধাওয়া করে পুলিশ একজনকে ধরে ফেলে। ধৃতকে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তাজা গুলি সহ একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃত যুবক চোরাকারবারির সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার তাকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

সিদ্ধিদাতা গণেশ পুজোয় মাতাল ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং

হাফলং (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সিদ্ধিদাতা গণেশ পুজোয় মেতে উঠেছে ডিমা হাসাও জেলা সদর শহর হাফলং। প্রায় পাঁচ বছর থেকে হাফলং শহরে সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজার আয়োজন করছে শ্রীশ্রী সিদ্ধি বিনায়ক পূজা কমিটি। হাফলং শহরের ১১২ বছর পুরনো জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে এই পূজা কমিটি বিঘ্ননাশক গণেশের আরাধনা করে আসছে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে পুজো। গত তিন দিন থেকে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলছে গণেশ চতুর্থী উৎসব। এই কয়দিন প্রচুর ভক্ত দর্শনার্থীর সমাগম ঘটেছে জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে। সিদ্ধি বিনায়ক পূজা কমিটি গত তিন দিন থেকে দুপুরে মহাপ্রসাদের আয়োজন করছে।

দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে এবার দক্ষিণ অসমের বিভিন্ন স্থানেও সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা হয়। এখন শুধু মহারাষ্ট্রেই গণেশ চতুর্থী সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র দেশ জুড়ে গণেশ দেবতার আরাধনা হয়ে আসছে। বৃহস্পতিবার সিদ্ধি বিনায়ক পূজা কমিটি বাউল সংগীতের আসর বসিয়েছে। কলকাতা ও আগরতলা থেকে আগত শিল্পীরা বাউল সংগীত পরিবেশন করেছেন।

সরকারি দফতরে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সরকারি দফতরে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগী হল পরিবহণ দফতর। বর্তমানে যে খরচে লাক্সারি ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়া হয়, ই-যানের ক্ষেত্রে তা তিনগুণ করা হল। সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ খবর জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লাক্সারি ট্যাক্সি যদি ই-ভেহিক্যাল হয়, তাহলে তার ভাড়া হবে মাসে ৪৬ হাজার টাকা। এই ভাড়ায় দিনে সর্বোচ্চ ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত চালানো যাবে। তার পরও যদি তা চলে কিলোমিটার পিছু তার ভাড়া হবে আরও ৮ টাকা করে।

গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্যে 'ইলেকট্রিক ভেহিকলস' চালানোর উপর জোর দিচ্ছিল পরিবহণ দফতর। গণপরিবহণে যাতে আরও অনেক বেশি সংখ্যায় বৈদ্যুতিক গাড়ি চালানো যায় সেই বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপও করা হয়েছিল। কিন্তু এ বার সরাসরি রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের জন্য বৈদ্যুতিক চালিত গাড়ি ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেওয়া হল। ডিজেল বা পেট্রলের গাড়ি ভাড়া নেওয়া যাবে না এমনটা নয়। তবে এই ধরনের কোনও গাড়ি ভাড়া নিতে হলে আগে অর্থ দফতরের অনুমতি নিতে হবে।

উল্লেখ্য, ১৫ বছর হয়ে যাওয়ায় সরকারি দফতরে ভাড়া খাটা প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি লাক্সারি ট্যাক্সি বসিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন পড়বে নতুন গাড়ির। লাক্সারি ট্যাক্সির মালিকরা যাতে এই কাজে ই-ক্যাব কেনেন সেকারণেই এই নয়া ভাড়া নির্ধারিত হল। এত দিন সেভাবে লাক্সারি ই-ক্যাবের কোনও ভাড়া নির্ধারিত ছিল না। মনে করা হচ্ছে, মাসে ৪৬ হাজার টাকা পাওয়া গেলে অনেকেই লাক্সারি ট্যাক্সি হিসাবে ই-ক্যাব ভাড়ায় দেবেন। রাস্তায় এই গাড়ির সংখ্যা বাড়বে। শুধু এই ভাড়া নয়, বৈদ্যুতিক যান কিনলে একাধিক ক্ষেত্রে ছাড়ও দেওয়া হবে সরকারের তরফে।

উল্লেখ্য, লাক্সারি ট্যাক্সি শেষ ভাড়া বেড়েছিল ২০০৮ সালে। সেই সময়ের ভাড়া করা হয়েছিল দিনে ৪৬৮ টাকা। তার পর ঘণ্টাপিছু আট টাকা। সরকারি দফতরের আমলা থেকে আধিকারিক, রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের সরকারি কর্তা-ব্যাক্তিদের যাতায়াত এবং কাজকর্মের জন্য লাক্সারি ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়া হয়। এই ট্যাক্সির সংগঠনও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও লক্ষ্য নেই, শুধু জনগণকে বোকা বানানো হচ্ছে : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও লক্ষ্য নেই, শুধু জনগণকে বোকা বানানো হচ্ছে। মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে বৃস্পতিবার তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও লক্ষ্য নেই এবং জনগণকে বোকা বানানো হচ্ছে। আমি এমন কোনও বিল দেখিনি যেটি আজ পাশ হচ্ছে, কিন্তু ১০ বছর পরে বাস্তবায়িত হবে।'

তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, 'অনগ্রসর মহিলা এবং সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্যও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

আদমশুমারি ও সীমানা নির্ধারণের পর এটি বাস্তবায়ন হবে, তাই কবে কার্যকর হবে তা কেউ জানে না। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মহিলারা এর সুবিধা পান। আমাদের দাবি একটি জাতিগত শুমারিও করা হোক। প্রধানমন্ত্রী মোদী এর মাধ্যমে একটি নতুন ''জুমলা'' নিয়ে এসেছেন, কিন্তু অনগ্রসর শ্রেণী এবং সংখ্যালঘুদের জন্য কোনও সংরক্ষণ নেই এবং এটি ২০২৯ সালে কার্যকর হবে। ওবিসি মানুষজন এই সব দেখছেন এবং তাঁরা জানেন কিভাবে নিজেদের অধিকার পেতে হয়।'

সৌম্য রঞ্জন-সহ দুই বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কার করল বিজেডি, ঘোষণা করলেন নবীন পট্টনায়েক

ভুবনেশ্বর, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দুই বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কার করল ওডিশার বিজু জনতা দল (বিজেডি)।

এই দু''জনের মধ্যে রয়েছেন সংবাদ সম্পাদক সৌম্য রঞ্জন পট্টনায়েকও। বৃহস্পতিবার ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ঘোষণা করেছেন, 'বিজু জনতা দল (বিজেডি) থেকে দু''জন বিধায়ককে বহিষ্কার করা হচ্ছে, প্রথমজন হলেন রেমুনার বিধায়ক সুধাংশু শেখর পারিদা দ্বিতীয়জন হলেন খন্ডপাড়ার বিধায়ক সৌম্য রঞ্জন পট্টনায়েক।

বিজেডি সভাপতি ও ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এই দুই বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'দু''জন বিধায়ককে বিজু জনতা দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রথমজন হলেন সুধাংশু পারিদা এবং দ্বিতীয়জন হলেন সৌম্য রঞ্জন পট্টনায়েক। জনবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে উভয় বিধায়ককে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে বিজেডি সূত্রের খবর।

ভাল্লুকের আক্রমণে গুরুতর আহত মহিলা, হেলিকপ্টারে পাঠানো হয়েছে এইমসে

উত্তরকাশী, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) :উত্তরাখন্ডের গঙ্গোত্রী ধামের আগে ধরলিতে ভালুকের আক্রমণে গুরুতর আহত এক মহিলা। এ ঘটনার খবর পেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অভিষেক রুহেলা সরকারি পর্যায়ে আলোচনা করে একটি হেলিকপ্টার দাবি করেন।

এরপর বৃহস্পতিবার সকালে হেলিকপ্টারে করে আহত মহিলাকে ঋষিকেশে এইমসে পাঠানো হয়। আহত ৪০ বছর বয়সী মহিলা সরোজিনী দেবী ধারালি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি তার বাগানে শিম তুলতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ভাল্লুকের আক্রমণে গুরুতর আহত হন তিনি।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কেউ হঠাৎ ইলেকট্রিক শক খেলে কী করবেন ?

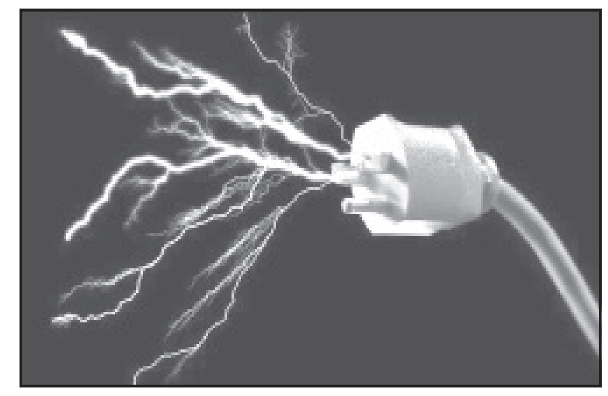

যে কেউ যে কোন স্থানে বিদ্যুতৃষ্ট হতে পারে। ইলেকট্রিক শকে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে বিদ্যুততরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফলে শরীর অবস হয়ে পড়ে এবং কাঁপুনি আসে ও হঠাৎ করেই কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয় (যদিও এটি বিরল)। বিদ্যুতৃষ্ট হলে আক্রান্ত অঙ্গ পুড়ে যেতে পারে বা ক্ষত হতে পারে। বৈদ্যুতিক শক তীব্র ক্ষমতার হলে হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে প্রভাব পড়তে পারে।

এর ফলে হৃদপিণ্ডে অ্যারিথমিয়া বা ভেন্ট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন হতে পারে। যার ফলে হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যাটাক এবং মৃত্যুও হতে পারে। বৈদ্যুতিক শকের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানলে জীবন রক্ষা করা যায়। চলুন জেনে নিই বৈদ্যুতিক শকের প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে।

১। বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত কাউকে সাহায্য করার জন্য যাওয়ার আগে চারপাশে ভালো করে দেখে নিন। আশেপাশে জল ও লোহা থাকলে তা বিপদজনক হয়। কারণ জল ও লোহা বিদ্যুত পরিবাহী। সেক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য দ্রুত ইমারজেন্সি হেল্প লাইনে ফোন দিন। ২। আক্রান্ত মানুষটিকে বিদ্যুতের উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। বৈদ্যুতিক পাওয়ার অফ করে দিন অথবা ডিভাইসটি আন প্লাগ করুন। যদি এটি না করতে পারেন তাহলে শুকনো ও অপরিবাহী কোন উপাদানে তৈরি যেমন - কাঠের টুলের উপর দাঁড়িয়ে একটি কাঠের লাঠি দিয়ে ব্যক্তিকে আলাদা করার চেষ্টা করুন। কখনো খালি হাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করবেন না তাহলে আপনার ও শক লাগতে পারে। ৩। বৈদ্যুতিক উত থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সরিয়ে আনার পর একটি স্থানে একপাশে কাত করে শুইয়ে দিন এবং হাতের উপর মাথা রাখুন। হাঁটুগুলো মুড়ে দিন এবং চিবুক উঁচু করে শ্বাস পরীক্ষা করুন। ৪। আক্রান্ত ব্যক্তির যদি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে এবং ছোটখাট পোড়া হলে টেপের জলের নীচে ধুয়ে নিন। পরনের কাপড় ঢিলা করে দিন। ৫। যদি রক্তপাত হয় তাহলে শুষ্ক ও পরিষ্কার কাপড় রক্তপাতের স্থানে রেখে চাপ দিন যাতে রক্তপাত বন্ধ হয়। ৬। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত না চললে কৃত্রিমভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করুন।

বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে তাকে সুস্থ মনে হলেও।

রান্নার ধরনে বদল আনলে ঝরবে ওজন

ওজন কমাতে শরীরচর্চা, ডায়েটের কোনও জুড়ি মেলা ভার। নিয়ম করে এগুলি করতে পারলে ছিপছিপে হওয়া সম্ভব। কিন্তু ডায়েট, ব্যায়াম করে রোগা হওয়া অনেক দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। নিয়মের হেরফের হলেও অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ওজন কমানো কোনও চটজলদি বিষয় নয়। দ্রুত রোগা হতে অনেকেই উপোস করে থাকেন। তাতে ওজন কমার বদলে বেড়ে যায়। ভরপেট খেয়েও রোগা হওয়া যায়। শুধু রান্নার ধরনে খানিকটা পরিবির্তন আনলেই হবে।

১) রোগা হবেন বলে যখন এক বার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন, তখন নিয়ম করে সব্জি খেতে হবে। সব্জির গুণেই দ্রুত রোগা হওয়া সম্ভব। তবে সে ক্ষেত্রে সব্জির খোসা ছাড়াবেন না। সব্জির খোসাতেও রয়েছে প্রচুর স্বাস্থ্যগুণ। খোসায় ফাইবারের পরিমাণও প্রচুর। ফাইবার দ্রুত মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। ২) খাবার সুস্বাদু হয় তেল, নুন, মিষ্টির গুণে। তবে ডায়েটের পর্বে খাবারে স্বাদ আনতে অন্য রাস্তা নিতে হবে। গোলমরিচ, লবঙ্গ, কারিপাতা, রোজমেরি রান্নায় ব্যবহার করুন। এতে খাবারের স্বাদও হবে, আবার ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৩) ডায়েট করছেন মানেই তেল খাওয়ায় খানিক রাশ টানতে হবে। তাই যে কোনও খাবারই অল্প তেলে রান্না করুন। অনেকেই সব্জি বানিয়ে খান। সে ক্ষেত্রে সব্জিগুলি একেবারে অল্প তেলে নাড়াচাড়া করে রান্না করুন। কখনই ভাজবেন না।

৪) সব্জিতে উপকারী স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। মিনারেলস থেকে ফাইবার, সবটাই আছে ভরপুর পরিমাণে। কিন্তু রান্না করার পর সব্জির স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে সব্জি কিন্তু মাইক্রোওয়েভে দিয়ে ভাপিয়ে নিতে পারেন। খাওয়ার সময় উপর থেকে নুন, গোলমরিচ ছড়িয়ে খেলে আধসেদ্ধ সব্জি খাচ্ছেন, মনে হবে না।

বোমের মতো ফেটে যাবে মিক্সার গ্রাইন্ডার

আজকাল এই কর্ম ব্যস্ত জীবনে মিক্সার খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস, যা প্রায় অনেকের রান্নাঘরেই থাকে। আগে কোনও মশলা বাটার হতেই শিল-নোড়া ব্যবহার করা হত। এখন সেই কাজকেই অনেক সহজ করে তুলেছে মিক্সার। তবে মিক্সার খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। অনেক দাম দিয়ে মিক্সার কেনার পর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার থেকে খারাপ আর কীই বা হতে পারে। তাই মিক্সার ব্যবহার করার সময় বিশেষ কিছু বিষয় নজরে রাখা খুব দরকার। আপনাকে এমন কিছু টিপস জানানো হবে, যাতে আপনি জেনে যেতে পারবেন যে মিক্সার ব্যবহার করার সময় কী কী প্রয়োজন। আর কী কী করা উচিত নয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে দীর্ঘদিন আপনার মিক্সারকে ভাল রাখবেন। আইস কিউব ব্যবহার করবেন না: আইস কিউব মিক্সারের ব্লেডের জন্য খুব খারাপ। বরফের কিউবগুলি পাথরের মতো শক্ত হয়, তাই ব্লেডটি ভেঙে যেতে পারে। কখনও কখনও ব্লেডটি বেঁকেও যেতে পারে। ফলে তা পাল্টাতে আবার আপনাকে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। বড় কোনও জিনিস দেবেন না: আপনার মনে হতে পারে, বড় মশলার টুকরো দিলে, তা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো করে দেবে। কিন্তু এর ফলে আপনি বিপদে পড়বেন। যখনই মিক্সারের সুইট অন করবেন, তখনই ব্লেডে চাপ পড়বে। আর তা ঘুরতে চাইবে না। ফলে মিক্সারটি গরম হয়ে গিয়ে তা ফেটেও যেতে পারে। তবে আপনি চাইলে প্রথমে মশলাগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে তারপর মিক্সারে দিয়ে দিতে পারেন। এতে কোনও সমস্যা দেখা দেবে না। ফল বীজ সমেত দেবেন না: বড় বীজের যে কোনও ফল মিক্সারে দেবেন না। এতে ব্লেডের উপর চাপ পড়ে। ব্লেডে বীজ আটকে গেলে ফলক ভেঙ্গে যেতে পারে। আপনি যদি এই জাতীয় ফল যোগ করেন, তবে মনে রাখবেন যেআগেই বীজগুলি বের করে ফেলতে হবে। কোনও গরম জিনিস দেবেন না: মেশিনে কোনও গরম বস্তু দেওয়া উচিত নয়। প্রায়শই অনেকে পেঁয়াজ এবং টমেটো ভেজে গ্রেভি তৈরি করার জন্য মিক্সারে সেই গরম জিনিস দিয়ে দেয়। এতে মিক্সার চালানোর সঙ্গে সঙ্গে তা গরম হয়ে গিয়ে ফেটে যেতে পারে।

হেঁশেলে টমেটোর বাড়বাড়ন্ত ? কি করবে

বাঙালির হেঁশেলে আলু, পেঁয়াজ, আর আদা-রসুনের সঙ্গে টমেটো থাকেই। মাংস কষা হোক বা কালো জিরে দিয়ে মাছের ঝাল, টমেটো দরকার পড়েই। কিন্তু হঠাৎ করে টমেটো শেষ হয়ে গেলে কী করবেন?

টমেটোর শেষ গেলে হাতের কাছে বিকল্প রাখা দরকার। টমেটোর বদলে অনেকেই খাবারে টক দই ও টমেটো পিউরি বা সস ব্যবহার করেন।

কিন্তু সবসময় যে হেঁশেলে এসব উপকরণও মজুত থাকবে তা নয়। টমেটো বিকল্প না খুঁজে, এই সবজি ছাড়া কোন-কোনও পদ রান্না করা যায়, তা জেনে রাখা দরকার। এতে সুস্বাদু খাবারও বানিয়ে ফেলতে পারবেন। পাশাপাশি টমেটোর বিকল্পও খুঁজতে হবে না। টমেটো ছাড়া কী বানাবেন, রইল টিপস।

দুপুরের পদ রাঁধতে গিয়ে যদি দেখেন টমেটো শেষ কী করবেন? বাঙালির প্রিয় আলু পোস্ত রেঁধে নিতে পারেন। পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে বানিয়ে ফেলুন আলু পোস্ত। সঙ্গে মুগ বা বিউলির ডাল থাকলে জমে থাকা দুপুরের ভূরিভোজ।

পনিরের পদ রাঁধতে পারেন টমেটো ছাড়া। কাজু ও চারমগজ দানা বাটা দিয়ে বানাতে পারেন পনিরের পদ। স্বাদমতো নুন, মিষ্টি দিলেই তৈরি পনির। রুটি বা পরোটার সঙ্গে জমে যাবে নবাবী পনির।

চিকেন কষা রাঁধতে গেলে টমেটো চাই-ই-চাই। তাই টমেটো ছাড়া দই চিকেন বানিয়ে নিন। দই, আদা-রসুন বাটা ও বাকি গুঁড়ো মশলা দিয়ে মাংস ম্যারিনেট করে গ্যাসে চাপিয়ে দিন। তৈরি হয়ে যাবে দই চিকেন।

মাটনও রান্না করা যায় টমেটো ছাড়া। কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী পদ মাটন ইয়াকনি বানাতে পারেন টমেটো ছাড়া। টক দই ও গোটা গরম মশলা থাকলেই সম্পূর্ণ মাটন রান্না হয়ে যাবে। নতুন স্বাদের মাটন রেসিপি খেতেও ভাল লাগবে।

আলুর দম রাঁধতে গেলে টমেটো দরকার পড়ে। টমেটো না থাকলে দই আলু রেঁধে নিন। টক দইয়ের পাশাপাশি ঘি, ধনে-জিরে গুঁড়ো, গোটা জোরে, গরম মশলা ও হিং দিয়েই রেঁধে নিতে পারেন দই আলু।

বাদামের বহুমুখী উপকারীতা

বাদাম হল পুষ্টিতে সমৃদ্ধ একটি ড্রাই ফ্রুট। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, আয়রন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি রয়েছে, কিন্তু কোনটি বেশি উপকারী, ভেজানো বাদাম নাকি শুকনো বাদাম? আসুন তাহলে জেনে নেই-

শুকনো বাদাম:

নাম অনুসারে, শুকনো বাদামগুলি তাদের আসল, অপরিবর্তিত অবস্থায় বাদাম।

এগুলি বাদাম গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, শাঁসযুক্ত এবং বাতাসে শুকানো হয়। বাদাম একটি জনপ্রিয় স্ন্যাকিং এবং সুস্বাদু বিকল্প। এছাড়াও, শুকনো বাদাম নিয়মিত খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সহজ, তা স্যালাডে, বাদাম মাখনের সঙ্গে মিশ্রিত করা হোক বা এমনি খাওয়া হোক। শুকনো বাদামও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এগুলি ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম এবং ডায়েটারি ফাইবারের একটি দুর্দান্ত উত। এই পুষ্টিগুলি হৃতিণ্ডের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, হজমে সহায়তা করতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গবেষণা :

৭৬ জনের উপর ৮ সপ্তাহের একটি গবেষণা চালানো হয়েছিল যাতে দেখা যায় যে ভিজিয়ে রাখা বাদাম খেলে হজমের কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। উপরন্তু, ভেজানো বাদামে ফাইটিক অ্যাসিডের মাত্রা কাঁচা বাদামের তুলনায় একই রকম বা সামান্য বেশি হয়। গবেষণা অনুসারে, বাদামে অ্যান্টিনিউট্রিয়েন্টসও রয়েছে, যা ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টির হজম এবং পেটে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ভেজানো বাদাম ঠিক শুকনো বাদামের মতো যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। ভেজানোর এই প্রক্রিয়াটি কিছু এনজাইম সক্রিয় করে বলে বিশ্বাস করা হয়, যা বাদামকে সহজে হজম করে এবং পুষ্টির শোষণ বাড়ায়।

ভেজানো বাদামের উপকারিতা:

ফুড বায়োফিজিক্সের মতে, ভেজানো বাদামের প্রাথমিক উপকার হল হজমশক্তির উন্নতি। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে ভেজানো বাদাম পেটে ততটা কঠোর নয় এবং শুকনো বাদামের তুলনায় কম ফোলা বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। ভিজিয়ে রাখা ফাইটিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে, একটি অ্যান্টি-নিউট্রিয়েন্ট যা খনিজ শোষণে বাধা দিতে পারে। উপরন্তু, ভেজানো বাদাম আরও পুষ্টিকর বলে পরিচিত। ভেজানোর প্রক্রিয়াটি আরও বেশি পুষ্টি মুক্ত করতে পারে, সেগুলিকে আপনার শরীরে আরও জৈব উপলভ্য করে তোলে। কিছু লোক দাবি করে যে ভেজানো বাদামগুলি বাদাম দুধে মেশানো বা রেসিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা নরম এবং সহজ।

স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি ভাল? শুকনো না ভেজানো বাদাম:

শুকনো বাদামে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে আর পেট বা হজমের কোনো সমস্যা থাকলে বাদাম ভিজিয়ে খেতে পারেন। এতে হজমে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন।

শুধু তাজা ফল-সবজির উপর জোর দিলে চলবে না, রোজ খেতে হবে এই পাঁচ বীজও

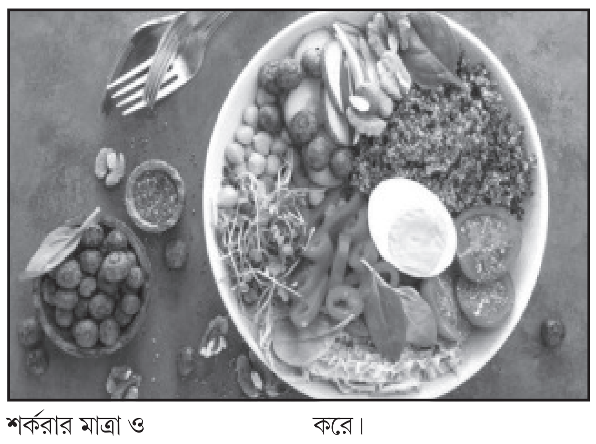

রোগের সংখ্যা কমাতে গেলে ডায়েটের উপর জোর দিতে হয়। কারণ খাবারের মাধ্যমে আমরা সহজেই দেহে পুষ্টির জোগান দিতে পারি। তাই পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য একান্ত জরুরি।

পুষ্টিকর খাবার হিসেবে সবসময় তাজা ফল ও সবজির উপর জোর দেওয়া হয়। ফল ও সবজির পাশাপাশি বাদামও স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। একইভাবে, বেশ কিছু বীজ রয়েছে, যা রোজের ডায়েটে রাখা দরকার।

বীজ গোটা শস্য পরিবারের অন্তর্গত। অর্থাত ফাইবার, প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও মিনারেলে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু কোন-কোন বীজ রোজ খাবেন জানেন? রইল ৫ সুপারফুডের সন্ধান।

কালো-সাদা মেশানো ছোট্ট চিয়া সিড পুষ্টিতে ভরপুর। চিয়া সিডের মধ্যে ফাইবার, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন ও বিভিন্ন ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো মিনারেল রয়েছে। রক্তে শর্করার মাত্রা ও কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং ওজনকে বশে রাখে চিয়া সিড।

বাদামী রঙের ফ্ল্যাক্স সিড ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলে পরিপূর্ণ। এই বীজ রোজ খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমবে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে। পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও মুক্তি পাবেন।

কুমড়োর দানা স্ন্যাকস হিসেবে খেতে পারেন। কুমড়োর দানার মধ্যে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এটি ইনসুলিনের মাত্রা ও হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং ঘুমকে প্রচোরিত করতে সাহায্য করে।

বার্গারের উপর তিলের বীজ ছড়িয়ে খান? বার্গার স্বাস্থ্যকর না হলেও এই তিলের বীজ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই বীজের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন, ফাইবার ভিটামিন বি, ক্যালশিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। ওজন কমানোর পাশাপাশি শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে তিলের বীজ। সূর্যমুখীর বীজ ভিটামিন ই, স্বাস্থ্যকর ফ্যাটা, প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম ও সেলেনিয়ামে পরিপূর্ণ। ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে কুমড়োর দানা। এই বীজ আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগের হাত থেকে রক্ষা করবে।

কম তেলেই করুন মুশকিল আসান

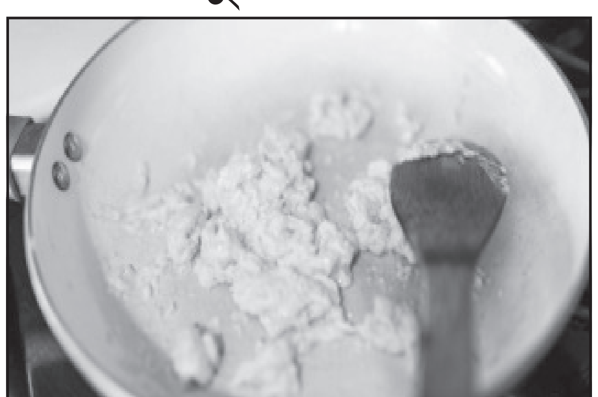

শরীরের কথা মাথায় রেখেই খাবারে কম তেল ব্যবহারের চল বেড়েছে। কিন্তু কম তেলে ভাজাভুজি করতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। অল্প তেলে মাছ ভাজতে দিলে তা কড়াইতে আটকে যায়। এমনকী মাংস বা তরকারি কম তেলে কষতে গেলেও কড়াইতে গেলে যায়। এতে খাবারের স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়। পাশাপাশি রান্না করতে গিয়ে বেশ ঝক্কি পোহাতে হয়।

মাছ ভাজতে গিয়ে এমনটা হলে, মাছ ভেঙে যায়। সেই মাছ রান্না করে আর তখন কাউকে পরিবেশন করা যায় না। তাই এমন সমাধান খুঁজে নিতে হবে, যা কম তেলেই রান্না করা যায় এবং কড়াইতেও খাবার যাতে না আটকে যায়।

কড়াই ভাল করে গরম করুন

সসপ্যান হোক বা ফ্রাই প্যান কিংবা লোহার কড়াই, আঁচে রেখে সেটা ভাল করে গরম করুন। কড়াই ভাল করে গরম করে তারপর এতে খাবার ঢালুন। কড়াই গরম হয়েছে বুঝবেন কীভাবে? কম আঁচে কড়াই চাপান। মিনিট দুয়েক পর কড়াইতে জলের ছিটে দিন। সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেলে বুঝবেন কড়াই ঠিকমতো গরম হয়ে গিয়েছে। কড়াইতে শুকনো খাবার ছাড়ুন ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে সরাসরি গরম কড়াইতে ঢেলে দেন? এতে জলের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গরমের সংস্পর্শে আসা মাত্র তা কড়াইতে আটকে যায়। তাই চেষ্টা করুন জল ছাড়া কড়াইতে খাবার দিতে। আর ফ্রিজ থেকে মাংস বা খাবার বের করে প্রথমে ঘরের তাপমাত্রা আনুন, তারপর সেটা গরম কড়াইতে ঢালুন। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দিন মশলা কষতে গেলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দরকার। অল্প তেলে মশলা বা কোনও খাবার কষাতে গিয়ে অনেক সময় কড়াইতে আটকে যায়। এই সমস্যা এড়াতে কড়াইতে অল্প জল মিশিয়ে দিন। এতে সবজি, মশলা ও অন্যান্য উপকরণ একসঙ্গে ভাল করে রান্না হয়ে যাবে। সস বানিয়ে রান্না করুন কড়াইতে খাবার আটকে যাওয়ার পরিস্থিতি যদি এড়াতে চান, তাহলে সস দিয়ে রান্না করুন। এছাড়া আপনি গ্রেভি বানিয়ে রান্না করতে পারেন। এতে আপনার রান্নায় অতিরিক্ত ময়েশ্চারাইজার থাকবে এবং রান্না করার সময় খাবার কড়াইতে আটকে যাবে না। পাশাপাশি খাবার পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও এতে কম। কম তেলে যেভাবে রান্না করবেন এক চামচ তেল দিয়েও আপনি রান্না করতে পারেন। কড়াই আঁচে রাখার আগে ভাল করে ধুয়ে নিন। কড়াইতে আগের রান্নার কোনও তেল যেন লেগে না থাকে। এরপর এক চামচ তেল নিয়ে দু-তিনবার কড়াইতে ব্রাশ করুন। এতে তেলের পরিমাণ কম লাগবে। পাশাপাশি খাবার কড়াইতে আটকেও যাবে না।

আপনার কিডনি ভালো আছে কি- না বুঝতে পারবেন প্রস্রাবের ধরন দেখলেই

কিডনি মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি। এর কোনো সমস্যা হলে তার প্রভাব পড়ে সারা শরীরে। এমনকি মৃত্যুঝুঁকিও থাকতে পারে। তাই কিডনির কোনো ধরনের সমস্যাকেই অবহেলা করা যাবে না।

আর কিডনির সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায় প্রস্রাবে। এছাড়া অন্যান্য উপসর্গগুলো বেশ মৃদু হয়। ফলে রোগী টেরই পান না যে তিনি কিডনির রোগে ভুগছেন।

তবে সব সময় ক্লান্ত লাগা, অনিদ্রা, ত্বকের নানা ধরনের সমস্যা, ঘা হওয়া, হাড়ের সমস্যা এমনকি পা ফুলে যাওয়াও কিডনির অসুখের অন্যতম লক্ষণ হতে পারে। এসব সমস্যাকে সাধারণ ভেবে অনেকেই এড়িয়ে যান। তবে কিডনির সমস্যা হলে প্রস্রাবে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেটি কিন্তু মোটেও অবহেলা করবেন না। প্রাথমিকভাবে কিডনির অসুখ শনাক্ত করা গেলে তা প্রতিরোধও করা সম্ভব। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক, কিডনির সমস্যা হলে প্রস্রাবে কী কী ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়-

বারবার প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব ক্লিয়ার না হওয়া, রাতে বারবার ঘুম থেকে প্রস্রাবের জন্য উঠা, প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ যাওয়া, রক্ত বের হওয়া, প্রস্রাবে ফেনা হওয়া, পাথরের গুঁড়া বের হওয়া বা, তলপেটে ও পাঁজরে ব্যথা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন যে কোনো সমস্যা হলেই দ্রুত ইউরোলজিস্টের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, প্রস্রাবের সমস্যা খুব কম হওয়া বা খুব বেশি হওয়া দুটোই কিন্তু কিডনি সমস্যার লক্ষণ। অন্যদিকে দিনে ২-৩ বার ও রাতে শোয়ার আগে ২-৩ বার প্রস্রাব হওয়াটা স্বাভাবিক। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ৪-৫ বার প্রস্রাব হওয়াটা স্বাভাবিক। এমন ব্যক্তিরা সুস্থ।

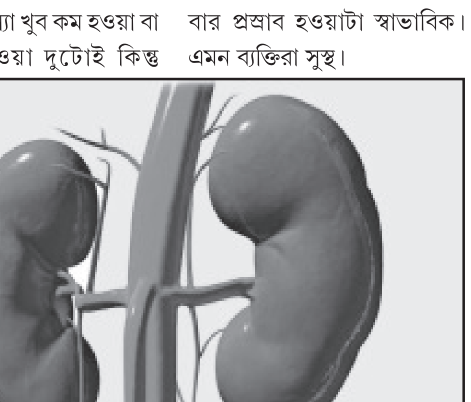

বাংলাদেশে প্রতিমা ভাঙা, হিন্দুদের চৈতন্য আনার আর্জি তথাগতর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশে ফের মূর্তি ভাঙার ব্যাপারে সামাজিক মাধ্যমে তোপ দেগেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। পোস্ট করার ১৪ ঘন্টা বাদে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় এর লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৫৪১, ১৬১ ও ৪৫।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "বাংলাদেশে দুর্গা পূজা শুরু হয়ে গেল! বাংলাদেশে শারদীয়া দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর উৎসব শুরু ফরিদপুর দিয়ে ঊ যতদিন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের না চৈতন্য হবে যে বাংলাদেশের হিন্দুরা তাদের নিকটতম আত্মীয় এবং এই ব্যাপারে তাদের সোচ্চার হওয়া উচিত, ততদিন এই-ই চলতে থাকবে।"

মৃনাল মুখার্জি লিখেছেন, "ওরা বরাবর আমাদের সাথে বেইমানি করেছে। অত্যাচার করে কোটি কোটি হিন্দুদের পশ্চিমবাংলায় ফেরত পাঠিয়েছে। হিন্দুদের সম্পত্তি লুট করেছে। এখনও বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করে যাচ্ছে। ওরা ভুলে গেছে ১৯৭১এর কথা। এসব দেখেও ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার নীরব দর্শক হয়ে আছে।"

সুরজিৎ নাগ লিখেছেন, "দুর্গাপূজা পুজো যেখানেই হোক না কেন, দুর্গাপূজার মূর্তি ভাঙার অর্থ হল কিন্তু পরিষ্কার হিন্দুদের ভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল বিশ্বাসের অবমাননা ও অপমান করা। সুযোগ পেলে যে কোনও স্থানে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে সেটাকেই জানান দেওয়া। কোন সময় আবার বুঝতে সক্ষম হবে কিছু ছেকু মাকু পরিহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তারা যে বড়ো বড়ো জ্ঞানের আখড়া ছুটিয়ে থাকে তাদের কী এই সামান্য জ্ঞান অর্জন হয় নি।"বেদপ্রকাশ শ্যামরায় লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের তুতো সেকুলারলিস্ট ভাইবোনদের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।" শশবিন্দু দে লিখেছেন, "ইসলাম,ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কয়েকটি স্তম্ভ আছে, একটি স্তম্ভ হলো মন্দির ভাঙচুর, ইসলাম যদি মন্দির ভাঙচুর না করে তবে ইসলাম ইসলামই হতে পারবে না অতএব ওদের ধর্ম যাতে মান্যতা পায় তার জন্যে মন্দির ভাঙচুরকে নিয়ে মনোকষ্টে ভোগে লাভ নেই।"

দেবজ্যোতি দে লিখেছেন, "হিন্দু বাঙালির আবার ঐসব বোধ আছে নাকি?" বাংলাদেশ থেকে সন্ময় ব্যানার্জি লিখেছেন, "গত ১৪ই সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান দুর্গা পূজার মণ্ডপ না বাড়ানোর জন্য বলেছেন। তার ৫ দিনের মধ্যেই দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর শুরু হয়ে গেছে।" দীপ রায় লিখেছেন, "গত ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার রাত থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভোররাতের কোনও এক সময় ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়নের তাম্বুলখানা বাজারের সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরের প্রতিমা রাতের আধারে ভাংচুর করেছে।"

রঙ্গন নিয়োগী লিখেছেন, "আপনাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু এই রকম গুজব রটাবেন না আমি বাংলাদেশে বছরে খুব কম হলেও ৪-৫ বছর যাই। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কখনো গেছেন , খুব কম করে ২৫ টা সরস্বতী পুজা হয় তাতে সব ধর্মের সবাই সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। রামনা কালি বাড়িতে কখনো গেছেন? একবার আমার সংগে চলুন, দেখে আসবেন। আমি খরচ করে আপনাকে নিয়ে যাবো।"পাল্টা তথাগতবাবু লিখেছেন, "বিশেষ করে রঙ্গন নিয়োগীর উদ্দেশ্যে। ঢাকা দেশের রাজধানী, কসমোপলিটান জায়গা, তাই সেখানে এই ধরণের নষ্টামী না হবারই কথা। তা সত্ত্বেও হলে আর্টিসান হত্যাকান্ড হয়েছিল। এগুলো সাধারণত প্রত্যন্ত অঞ্চলে হয়, যেখানে হিন্দুরা কোনঠাসা এবং মোল্লাতন্ত্রের আধিপত্য আছে। ইদানীং পাবনা, দিনাজপুর ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের অঞ্চলে একটু বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশে আমি বহুবার গেছি, আমার পূর্বপুরুষের বাসস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে খুলনা পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলটা ঘুরেছি এবং বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। এগুলো মোটেই গুজব নয়।"

নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিনেতা-যোগ, ৪৪ লক্ষের লেনদেন, আদালতে জানাল ইডি

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার সিইও এবং ডিরেক্টরের সম্পত্তি নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়ল কলকাতা হাইকোর্টে। আদালতের নির্দেশেই সংস্থার সিইও, ডিরেক্টরের সম্পত্তির খতিয়ান নিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ওই রিপোর্ট জমা পড়ল। রিপোর্ট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইডি।

আদালতে জমা দেওয়া ওই রিপোর্টে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও সম্পত্তির খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে আর্থিক লেনদেনে যুক্ত এক অভিনেতার সন্ধান দিল ইডি। মোট ৪৪ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছিল বলে আদালতে জানালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। যদিও ওই অভিনেতা টাকা ফেরত দিয়েছেন বলে দাবি ইডি-র। আদালতে ওই রিপোর্ট জমা পড়ার পর, বিচারপতি সিনহা ইডি-কে প্রশ্ন করেন, 'গোটা ইন্ডাস্ট্রিতে মাত্র একজনের সন্ধান পেলেন! আর কেউ আর্থিক লেনদেনে যুক্ত নেই?' জবাবে ইডি আদালতে জানায়, এখনও পর্যন্ত যতটা তথ্য এবং নথি সংগ্রহ করা গিয়েছে, তার ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছে রিপোর্টটি। তদন্ত চলছে। আরও একটু সময় দেওয়া হোক।

মহিলা সংরক্ষণ বিলে খুশি তারকারা, তামান্না ও দিব্যা ব্যক্ত করলেন আনন্দ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিলে চলচ্চিত্র তারকারাও ব্যক্ত করলেন খুশি। নিজেদের আনন্দের কথা জানালেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া ও দিব্যা দত্ত। বৃহস্পতিবার নতুন সংসদ ভবনে আসেন তামান্না ও দিব্যা। তাঁদের মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। তখন তামান্না স্বল্প উত্তরে বলেছেন, 'এই বিল সাধারণ মানুষকে রাজনীতিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করবে।'

সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে অভিনেত্রী দিব্যা দত্ত বলেছেন, 'এটি (মহিলা সংরক্ষণ বিল) একটি বড় উদ্যোগ। সত্যিই খুব ভালো লাগছে। মহিলাদের সামনে আনা হচ্ছে। সংসদের বিশেষ অধিবেশনের সাক্ষী হওয়া এক দারুণ অভিজ্ঞতা।'

পুনে জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মহিলার মৃত্যু, একজন আহত

মুম্বাই, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার ওতুর এলাকায় আহমেদনগর-কল্যাণ হাইওয়েতে বুধবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, বুধবার গভীর রাতে ওতুর এলাকায় একটি অনিয়ন্ত্রিত পিকআপ ভ্যান জাতীয় সড়কে হাঁটতে থাকা পথচারীদের পিষে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় ঋতুজা অশোক ডম্বরে (১৯ বছর) এবং সবিতা গীতারাম তাম্বে (৪৫ বছর) ঘটনাস্থলেই মারা যান, এবং গীতারাম নামদেব তাম্বে (৫২ বছর) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন।

আদি শঙ্করাচার্যের ১০৮ ফুটের বিশাল মূর্তি উন্মোচন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ওমকারেশ্বর, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বৃহস্পতিবার ওমকারেশ্বরে আদি শঙ্করাচার্যের ''একাত্মতা কি প্রতিমা'' বা ''একত্বের মূর্তি'' উন্মোচন করেছেন। অষ্টম শতাব্দীর হিন্দু দার্শনিক ও সাধকের জীবন ও দর্শন উদযাপনের জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভা গত বছর এই প্রকল্প অনুমোদন করেছিল। এই ১১০৮ ফুট লম্বা মূর্তিটি ওমকারেশ্বরের মান্ধাতা পর্বতে অবস্থিত। এই মূর্তি উদ্বোধনের একদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মূর্তি উন্মোচন হবে একটি ঐতিহাসিক বিষয়। গত ১৮ সেপ্টেম্বর মূর্তি উন্মোচনের দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে তা পিছিয়ে যায়।

চৌহান বলেন, শঙ্করাচার্য্য, বর্তমান কেরালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বন ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করার সময় ওমকারেশ্বরে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তারপর বর্তমান খান্ডোয়া জেলার মন্দির শহরে জ্ঞান অর্জনের পরে, কাশী ভ্রমণ করেছিলেন।ওমকারেশ্বরে নর্মদা নদীর তীরে মনোরম মান্ধাতা পাহাড়ের উপরে বহু-ধাতু দিয়ে নির্মিত মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছে। এই মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে মন্দির শহরে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পুরোহিত এবং সাধুরা জড়ো হন। তাঁরা 'যজ্ঞ' সহ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করছেন।

মন্দারমণিতে তরুণীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার প্রেমিক-সহ ২

পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও বিয়েতে আপত্তি। বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় খুন করা হয় তরুণীকে। মন্দারমণির চাঁদপুরে তরুণীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বিস্ফোরক তথ্য পেল পুলিশ। এই ঘটনায় বুধবার দমদম থেকে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। সূত্রের খবর, নিহতের নাম লাবণী দাস। নদিয়ার তাহেরপুরের বাসিন্দা। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর দিদির বিয়ে হয় বারাকপুরে। দিদির বিয়ের পরই তাঁর দেওর প্রলয় দাসের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন লাবণী। পরে প্রলয় কলকাতায় ক্যাব চালানোর কাজে যোগ দেয়। দমদমে একটি ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। এদিকে, লাবণী প্রতি শুক্রবার বিউটি পার্লারের কাজ শিখতে যাওয়ার নাম করে দমদমে প্রলয়ের ভাড়া বাড়িতে যাতায়াত করতেন।

প্রলয় ফের একটি প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তার আঁচও পান লাবণী। বিয়ে করার জন্য প্রলয়কে চাপ দিতে শুরু করেন লাবণী। তা নিয়ে দুইজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়। তাই লাবণীকে মন্দারমণি নিয়ে যায় প্রলয়। সেখানে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় তাঁকে। প্রমাণ লোপাটের জন্য চাঁদপুর মেরিন ড্রাইভের পাশে বোল্ডারের উপর দেহ ফেলে দেওয়া হয়। প্রলয়কে এই কাজে সাহায্য করে তার বন্ধু মনোজ গোস্বামী। তাকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রলয়ের আর এক বন্ধু তাপস জানা মন্দারমণি উপকূল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা। সে-ও পেশায় ক্যাবচালক। তারই বুদ্ধিতেই খুনের পর সমুদ্রের পাড়ে দেহ ফেলার পরিকল্পনা করে প্রলয়। এই ঘটনার পর থেকে ফেরার তাপস। তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ডিএসপি ডিএনটি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন, "খুনের ঘটনায় দুইজনকে দমদম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করলে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে।"

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৩ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

এল বাংলাদেশের ইলিশ, কিছু বাজারে মিলবে শুক্রবার থেকে

উত্তর ২৪ পরগনা, ২১সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বনগাঁর পেট্রাপোল আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ৩০ টন ইলিশ পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে। এটাই এ বারের মরশুমে বাংলাদেশের প্রথম 'ইলিশ-উপহার'। সব ঠিক থাকলে কাল, শুক্রবার থেকে কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন বাজারে মিলবে বাংলাদেশের ইলিশ।

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য দফতরের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে ভারতে যে ইলিশ পাঠানো হচ্ছে, তার অধিকাংশই বরিশালের। কীর্তনখোলা, আড়িয়াল খাঁ, বিষখালি, সন্ধ্যা এবং অবশ্যই পদ্মা নদীর কিছুটা ইলিশ রয়েছে এর মধ্যে। সবই মিষ্টি জলের মাছ। ফলে সেগুলো স্বাদে-গন্ধে উচ্চাঙ্গের হবে বলে জানাচ্ছেন বাংলাদেশের মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশ। রফতানির আগে তাঁরা ইলিশের তার গুণমত মানও যাচাই করেছেন।

সূত্রের খবর, বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে ঢোকে এ সব ইলিশ। যেগুলোর গড় ওজন ১ কেজি ৩০০ গ্রাম থেকে দেড় কেজি। ৮০০-৯০০ গ্রাম ওজনের মাঝারি সাইজের ইলিশও রয়েছে। সূত্রের খবর, খুচরো বাজারে বাংলাদেশি ইলিশ কিনতে পাওয়া যাবে কেজি প্রতি ১৩০০-১৮০০ টাকায়।

বুধবারই বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা এ বার পুজোর মরশুমে ভারতে মোট ৩ হাজার ৯৫৯ টন ইলিশ রপ্তানি করবে। আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছে শেখ হাসিনা সরকার। ভবিষ্যতে সেই সময়সীমা আরও বাড়তে পারে বলে কেউ কেউ আশা করছেন। তার ফলে রাজ্যে ইলিশের খরা কিছুটা কাটবে বলে মনে করছেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা।

সুন্দরবনে ১২ ফুটের পাইথন উদ্ধার, জড়িয়ে পড়েছিল মৎস্যজীবীদের জালে

পাথরপ্রতিমা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সুন্দরবন থেকে ১২ ফুটের একটি বিশাল পাইথন উদ্ধার করল বন দফতর। বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপেন্দ্রনগর এলাকা থেকে উদ্ধার হয় পাইথনটি। মৎস্যজীবীদের পাতা জালে পাইথনটি জড়িয়ে পড়েছিল। পরে মৎস্যজীবীরা জালের মধ্যে জড়িয়ে থাকা পাইথনটিকে উদ্ধার করে ডাঙায় নিয়ে আসে। সুন্দরবন এলাকায় আগে সেভাবে পাইথনের দেখা মেলেনি। আচমকা মৎস্যজীবীদের জালে পাইথন ধরা পড়ায় উদ্বিগ্ন বন দফতরের আধিকারিকেরা।

খবর পেয়ে বন দফতরের রামগঙ্গা রেঞ্জ অফিস থেকে বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশাল আকৃতির পাইথনটিকে উদ্ধার করেন। আপাতত জেলা বন দফতরের ধনচি বিট অফিসে পাইথনটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সেখানে শারীরিক পরীক্ষা চালানো হবে। বন দফতর জানিয়েছে, এটি একটি বার্মা পাইথন। সুন্দরবনে এই ধরনের পাইথন উদ্ধারের ঘটনা প্রথম। বন দফতরের অনুমান, বাংলাদেশ থেকে সুন্দরবনে চলে এসেছে পাইথনটি।

কানাডার নাগরিকদের অনলাইন ভিসা পরিষেবা স্থগিত করল ভারত

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কানাডার নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করল ভারত। কানাডা থেকে ভারতে অনলাইন ভিসা পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। অনলাইন ভিসা আবেদন কেন্দ্র বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল বৃহস্পতিবার ভিসা প্রদানের পরিষেবা স্থগিত করেছে।

ভারতীয় মিশনের অনুরোধে কানাডা থেকে ভারতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভিসা পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। যদিও পরে এই বিষয়ে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। ভারতীয় ভিসা পরিষেবাগুলি ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। বিএসএল ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তিটি পরে তুলে নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারত ও কানাডার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে। কানাডা তার নাগরিককে হত্যার জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করেছে। তারফলে ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

ভারতে ওঠানামা করছে করোনার সংক্রমণ, সক্রিয় রোগী কমে পৌঁছল ৪৭১-এ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও কিছুটা কমল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪৪ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৭১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৮৩৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২৪,২৮৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭০,৪৭১-তে পৌঁছেছে।

চালসার আনন্দময়ী কালীবাড়ি মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

চালসা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির চালসার ঐতিহ্যবাহী মা আনন্দময়ী কালীবাড়ি মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি। বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরের পুরোহিত গেট খোলার জন্য আসতেই চুরির বিষয়টি জানতে পারেন।

মন্দিরের লোহার গ্রিলের গেটের তালা ভেঙে কালী মায়ের মূর্তির সোনা গয়না সহ দান বাক্স খুলে টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। খবর দেওয়া হয় মন্দির কমিটির কর্মকর্তাদের। তাঁরাও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। পরবর্তীতে মেটেলি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করে।

জানা গিয়েছে, মন্দিরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও গত কয়েকদিন আগে সেটি খারাপ হয়েছিল। তাই সেটি মেরামতের জন্য দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগেই চুরির ঘটনা ঘটে বলে অনুমান। মা আনন্দময়ী কালীবাড়ির সম্পাদক বিমলেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'ঘটনায় আমরা সকলেই বিস্মিত। মায়ের সোনা গয়না সহ দান বাক্স খুলে টাকা পয়সাও নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর গয়না ছিল মায়ের মূর্তিতে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীদের সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীদের সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমরা মহিলাদের সর্বদা ''শক্তি'', ''দেবী'' এবং সমাজের পথপ্রদর্শক হিসাবে দেখেছি। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনায় বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা সাংসদ জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডা বলেছেন, 'আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চায় না, শুধুমাত্র মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য রাখে।'

জে পি নাড্ডা রাজ্যসভায় আরও বলেছেন, 'আমরা সবাই জানি, এই নতুন সংসদের কার্যধারা গণেশ উৎসব থেকে শুরু হয়েছিল এবং গতকাল লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল - নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম - কোন বাধা ছাড়াই পাশ হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এখানেও (রাজ্যসভা) কোনও বাধা ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে এটি পাস হবে।' নাড্ডা আরও যোগ করেছেন, 'নাম নিয়ে মানুষের বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে। কিন্তু নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম আমাদের সরকার, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং সমাজে মহিলাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি পরিচয় এবং এটি একটি দিকনির্দেশনা দেয়।'

জাকার্তার মতো হানঝাউতেও সাফল্য চান নীরজ চোপড়া

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বছর পাঁচেক আগের জাকার্তা এশিয়ান মতো হানঝাউতেও সাফল্য চান ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া। জাকার্তার এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। সোনা জিতে বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন নীরজ। সেবার তিনি অলিম্পিক পদক কিংবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পদক পাননি। হানঝাউ এশিয়ান গেমসে ৪ অক্টোবর অ্যাকশনে দেখা যাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়াকে।

জাকার্তা গেমসে ৮৮.০৬ মিটার থ্রো করে জাতীয় রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। জাকার্তার রিপ্লে হানঝাউতে করতে চান নীরজ। এই গেমসই চলতি বছরে তার শেষ ইভেন্ট। ইউজিনে ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় হয়ে নীরজ জানিয়েছিলেন, সামনের এশিয়ান গেমসকে তিনি ফোকাস করতে চান এবং চলতি বছরে তার লক্ষ্য ৯০ মিটার। এখনও তার লক্ষ্য পূরণ হয়নি। ফলে হানঝাউ এশিয়াডে নীরজ সেই ৯০ মিটারের লক্ষ্যভেদ করতে পারেন কিনা সেদিকেই নজর থাকবে অনুরাগীদের।

বরানগর পুরসভার ৩২ জনকে তলব করেছে সিবিআই

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৎপর সিবিআই। এবার একসঙ্গে বরানগর পুরসভার ৩২ জন কর্মীকে সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার নোটিস পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

তলব করা হয়েছে একাধিক পুরসভার শিক্ষক, ক্লার্ক এবং গাড়িচালকদেরও। তাঁদের ২০-২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে বরানগর, কামারহাটি, পানিহাটি, টিটাগড় ও উত্তর দমদম পুরসভায় ইতিমধ্যেই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআই। উত্তর ২৪ পরগনার জেলার একাধিক পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকদের তলব করা হয়েছে। এবার বরাহনগর পুরসভার ৩২ জনকে একসঙ্গে তলব করায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সূত্রের খবর, পুরকর্মী ও আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ডের প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। মূলত ২০১৪ সালের পর থেকে যে সমস্ত নিয়োগ হয়েছে, তা নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জানতে চাওয়া হবে, কোন কোন পদে নিয়োগ হয়েছে, কীভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলেছে, কারও নির্দেশে নিয়োগ হয়েছিল কি না।

বৃদ্ধের মৃত্যু ঘিরে রহস্য, অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের খোঁজে পুলিশ

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নাগেরবাজারের নয়াপট্টি এলাকায় নিজের বাগানবাড়িতে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের খোঁজ করছে পুলিশ। বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল বাগানবাড়ি। বুধবার রাতে সেখান থেকে তালা ভেঙে ৭২ বছরের কল্যাণ ভট্টাচার্য্যর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খোঁজ মিলছে না বৃদ্ধের গাড়ি এবং পোষ্যটির। ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করেছে নাগেরবাজার থানার পুলিশ।

স্থানীয়দের দাবি, রবিবার সন্ধেয় এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে কল্যাণবাবুর বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সামনের গেটে তালা ঝোলায়, নিজেকে গাড়ি চালক পরিচয় দিয়ে বাড়িতে ঢোকার বিকল্প রাস্তা জানতে চান ওই যুবক। বাড়ির পিছনের গেট দেখিয়ে দেন স্থানীয়রা। তারপর থেকে যুবককে আর দেখা যায়নি। রাতে বাড়ির সামনের গেট দিয়ে কল্যাণবাবুর গাড়িটিকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় বলে দাবি স্থানীয়দের। এর মধ্যে ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে, বুধবার বৃদ্ধের আত্মীয়রা নাগেরবাজারে এসে দেখেন বাড়ি বাইরে থেকে তালা বন্ধ এবং ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। খবর পেয়ে নাগেরবাজার থানার পুলিশ গিয়ে তালা ভেঙে বৃদ্ধের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে।

একচোখে ২২ গজে ব্যাঘ্র গর্জন করতেন সেই কিংবদন্তির আগামীকাল মৃত্যুবার্ষিকী

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামীকাল ২২ সেপ্টেম্বর, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক নবাব মনসুর আলি খান পাতৌদির ৯৩-তম মৃত্যুবার্ষিকী। মাত্র ২১ বছর বয়সে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। তিনি ভারতের হয়ে ১৯৬১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত ৪৬টি টেস্ট ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন, যার মধ্যে ৪০টি ম্যাচেই তিনি ছিলেন দলের অধিনায়ক। শুধু জন্মসূত্রে নন, মনসুর আলি খান পতৌদি মানুষের ভালবাসায় নবাব। এক দুর্লভ আভিজাত্যে মোড়া অভিযোগহীন, নম্র এই মানুষটি একটি চোখ ছাড়াই ক্রিকেটে যে ম্যাজিক দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু ১৯৬১ সালে ইংল্যান্ডে একটি দুর্ঘটনায় বদলে যায় জীবন। একটি চোখ বাঁচানো গেলেও অপর চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এরপরেও পিছিয়ে যাননি তিনি। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতের জার্সি গায়ে দেন। ক্রিকেট মাঠে তাঁর আগ্রাসনের জন্য মনসুর আলি খান নাম বদলে হয়ে যায় টাইগার। নবাব পরিবারের ছেলে হলেও ক্রিকেটই ছিল টাইগার পতৌদির ধ্যান জ্ঞান। তার বাবা ইফতিকার আলি খান পতৌদি ক্রিকেট জগতে এক সুপরিচিত নাম। বাবার মত তিনিও ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য দুর্ঘটনায় একটি চোখ নষ্ট হলেও তিনি ক্রিকেট খেলা থেকে পিছিয়ে আসেননি। ১১ বছর বয়সে নবাব হলেও ক্রিকেটকে কোনওদিন ভোলেননি তিনি। উইনচেস্টারে স্কুল ক্রিকেট খেলার সময় তিনি একটা মরশুমে করেছিলেন ১০৬৮ রান। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি সাসেক্সের হয়ে নেমেছিলেন। যা ছিল রেকর্ড। ১৯৬২ সালে উইসডেন ক্রিকেটার অফ দ্যা ইয়ার হন তিনি। ফুসফুসের সংক্রমণের দরুন তিনি ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে দিল্লির একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনে ভারতের পতাকাবাহক হরমনপ্রীত-লভলিনা

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৩ সেপ্টেম্বর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা বহন করবেন পুরুষ হকি টিমের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত সিং এবং বক্সার লভলিনা বরগোহাইন। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যুগ্মভাবে পতাকা বইবেন হরমনপ্রীত ও লভলিনা।

হকিতে সদ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেতাব জিতেছে ভারত। অনবদ্য পারফর্ম করেছে ভারতীয় হকি দল। তাই এশিয়ান গেমসেও নজর থাকবে তাদের দিকে।এই দলেরই সদস্য হরমনপ্রিত। তেমনই ব্যক্তিগত ইভেন্টে নজর লভলিনার দিকে। ভারতের এই স্টার বক্সার লভলিনা বোরগোহাইন টোকিও অলিম্পিকে ৬৯ কেজি ক্যাটেগরিতে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। এ বছর নয়াদিল্লিতে মেয়েদের বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতেন লভলিনা।

বিলোনীয়া মহকুমাধীন শহর ও শহরতলী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন দিলেন দুই বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার বেলা একটায় বিলোনীয়া মহকুমাধীন শহর ও শহরতলী এলাকার বিভিন্ন ভগ্নদশা রাস্তা সংস্কার সহ গ্রামীন এলাকায় নতুন রাস্তা নির্মান, দীর্ঘদিনের চলমান কাজ সমূহ সময় মত শেষ করার দাবি নিয়ে বিলোনীয়া ও ঋষ্যমুখ কেন্দ্রের দুই বিধায়ক দীপংকর সেন ও অশোক মিত্র, মহকুমা পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে দাবি সনদ তুলে দিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। পাশাপাশি বেকার যুবকদের ডিড এর মাধ্যমে কাজ বৃদ্ধি করার দাবি রাখেন। সনদ পত্র তুলে দেওয়ার পর বিধায়ক দীপঙ্কর সেন এবং অশোক মিত্র পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে শহর ও গ্রামীন এলাকার সমস্ত রাস্তা গুলি সংস্কার, নতুন রাস্তা নির্মান করা এরকম দশটি জায়গার রাস্তা নির্মানের নাম উল্লেখ করেন, ঋষ্যমুখ বিধানসভার গ্রামীন এলাকার বিভিন্ন ভগ্নদশা রাস্তার যে তথ্য পূর্বে জানানো হয়েছিল তার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানান নয়টি রাস্তার টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। বিধায়কগন বিভিন্ন অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং কাজের গুনগতমান বজায় রাখার দাবি রাখেন। উত্থাপিত বিষয়গুলো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গুরুত্ব সহকারে দেখবেন বলেও জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অবগত হয়েছেন এবং তা দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। নজরুল কলাক্ষেত্রে গড়ে উঠা ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি, ললিতকলা অ্যাকাডেমির উত্তর পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব ফিলা এন্ড টেলিভিশান ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠানগুলির আধিকারিক ও শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন। ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন জায়গার ছেলেমেয়েদের কলা, সংস্কৃতি, অভিনয় এবং সংগীত সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে এসমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি।

সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তিনি বলেন, শহরের বিভিন্ন সরকারি ভবনগুলি কি অবস্থায় রয়েছে তা চাক্ষুস করাই এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য। সেই সাথে যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেইসমস্ত কাজগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করে তার প্রকৃত অবস্থা জেনে কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করা এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্যে বলে জানান তিনি। এক্ষেত্রে যেখানে কিছু সমস্যা দেখা গেছে তার দ্রুত সমাধানের জন্যও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া , মুখ্যমন্ত্রী আজ নরসিংগড় ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সের নতুন ভবনের জন্য প্রস্তাবিত জায়গাটি পরিদর্শন করেছেন। সেখানে উপস্থিত পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারদের সাথে প্রকল্পের পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে কথা বলেন। এছাড়া ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির নবনির্মিত ভবনটিও ঘুরে দেখেন। পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী আগরতলার গোগাবস্থিতে বহুতলবিশিষ্ট রাজ্য প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ স্থলটি পরিদর্শন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন ,বহুতলবিশিষ্ট এই ভবনে সমস্ত সরকারি অফিসগুলিকে একই ছাদের তলায় নিয়ে আসা হবে। প্রকল্পের কাজটি প্রায় আড়াই বছরে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গুণমান বজায় রেখে কাজটি শেষ করার জন্য নির্মাণ সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে পাচারের ছক বানচাল বিএসএফের

হিলি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি বিপ্লবী সংঘ চত্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ হেরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট। বৃহস্পতিবার দুপুরে ভুসি বোঝাই লরিতে মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে পাচারের ছক ছিল।বিএসএফ সূত্রে খবর, ভুসি বোঝাই লরিতে করে বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য হিলি স্থলবন্দরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

সেই সময় ৬১ নম্বর বিএসএফ জওয়ানরা হানা দিয়ে লরিতে তল্লাশি চালায়। লরির ভেতরে চালকের সিটের নিচ থেকে উদ্ধার হয় একটি ক্যারিবাগ। ওই ক্যারিব্যাগ থেকেই ২২টি হেরোইনের প্যাকেট ও ৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। যার বাজারমূল্য ৫ কোটি হতে পারে বলে জানাচ্ছেন গোয়েন্দারা। এরপর মাদকদ্রব্য গুলি হিলি বিওপিতে নিয়ে যায় বিএসএফ কর্তারা।

এদিকে, বিএসএফের হানা নজরে আসতেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় লরি চালক।বিএসএফের ডেপুটি কম্যান্ডান্টের এক কর্তা জানান, মাদকদ্রব্যগুলি পরীক্ষা করে আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে পুরো আইনি প্রক্রিয়া শেষ করার পরেই সম্পূর্ণ স্পষ্ট হবে। ইতিমধ্যে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে এনসিবির হাতে এই মামলা তুলে দেওয়ার জন্য বৈঠক করছে বিএসএফের কর্তারা।

সাজা

● প্রথম পাতার পর

সাব্যস্ত করেছেন এবং সাজা দিয়েছেন। বীরগঞ্জ পি এস কেস নং ২৬/২০২১ থেকে উদ্ভূত ইউ/এস ৩৭৬(ডি) আইপিসি এবং পকসো আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য ২০ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার নির্দেশ দেন। উল্লেখ বীরগঞ্জ থানার তদন্তকারী অফিসার এস আই মৌসুমী দত্ত (বর্তমানে খোয়াই জেলায় নিযুক্ত) মামলাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করেন এবং চার্জশিট দাখিল করেছেন। অপর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল গত ১৬,০৭ ,২০২০ তারিখে। অভিযোগ ছিল অভিযুক্ত কৃষ্ণ সাহা মহারানী তুলসীবাতি গার্লস স্কুলের কাছে একটি নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানী করার চেষ্টা করে। তার বিরুদ্ধে পূর্ব মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। আগরতলা মহিলা পিএস মামলা নং ০৫/২০২০। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। সেই অনুযায়ী আদালতে চার্জ শিট ও দাখিল করে। সেই অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ অভিযুক্ত কৃষ্ণ সাহাকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

আটক এক

● প্রথম পাতার পর

যাওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য ২০২০ সালে সে একবার ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে। জিআরপিএস ওসি উত্তম কুমার কলই জানান সে নাকি এই দুটি পিস্তল বাংলাদেশের সুমন চাকমার কাছে বিক্রি করবে। একবার বলছে শান্তি বাহিনীর কাছে একবার সুমন চাকমার কাছে।তার কথায় অসংলগ্নতা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ। যার কারনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। হঠাৎ করে ধর্মনগরের মতো শান্ত জায়গায় পিস্তল ধরা পড়ায় জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তদন্তে পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

আখ্যায়িত করেছেন। অভিযোগ এর আগেও দুর্নীতির দায়ে নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থার মালিক নীলকান্ত জেলে খেটেছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে অক্সিজেন সরবরাহকারী পাইপ লাইনের পাইপ চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে টানা দুই ঘন্টা অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ায় রোগীদের চরম সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

জিবি হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা। দিনরাত ২৪ ঘন্টা বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ অক্সিজেন সরবরাহকারী পাইপলাইন চুরি হয়ে গেছে তা নিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্বাস্থ্য সচিব। স্বাস্থ্য দপ্তর এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সুনাম বিনষ্ট করার লক্ষ্যেই এ ধরনের চেষ্টা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। স্বাস্থ্য সচিব এর দায় সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার মালিকের দিকেই ঠেলে দিয়েছেন। আগামীতে এই ধরনের ঘটনা রুখতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটাই এখন দেখার।

জুমলা

● প্রথম পাতার পর

তার কথায়, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি দল পুনরায় ক্ষমতায় আসার জন্য এ ধরনের ফন্দি এঁটেছে। দেশের জনগণের এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে। না। ২০১৪ সাল থেকে পর পর দুটো নির্বাচনে জনগণকে প্রলোভিত করতে বহু প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি দল। নারী সংরক্ষণ বিল পাশ করানোটাও সেই সব প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্যতম ছিল। সুতরাং বিজেপি দলের এই ধরনের জুমলাবাজিতে দেশের নারী সমাজ বিভ্রান্ত হবেন না। বিগত দিনে নারী সংরক্ষণ বিল পাশের দাবীতে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি সহ দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ধারাবাহিক ভাবে লড়াই করে আসছে। এই লড়াই আজও চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে বলে জানিয়েছেন গনতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী রমা দাস।

রিপোর্ট

● প্রথম পাতার পর

সব রকমের যোগান সহায়ক সম্পদ , মাশুল এবং জ্বালানির জন্য সামঞ্জস্যযুক্ত কারখানার মজুরি সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর আমদানি করা ভারতীয় পণ্যের গড় স্থানীয় খরচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পণ্যের তুলনায় ১৫ু কম। তুলনায়, চীনা দ্রব্য আমদানির জন্য স্থানীয় খরচের দিকে থেকে সুবিধা মিলছে মাত্র ৪ু।

ফলে, ভারত গত পাঁচ বছরে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে অন্যতম সুবিধাজনক দেশ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানি ২৩ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৪৪ু বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে চীন থেকে মার্কিন পণ্য আমদানি কমেছে ১০ শতাংশ।

ওই প্রতিবেদনের আরেকটি তাৎপর্য্য পূর্ণ তথ্য হলো, ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীনা যান্ত্রিক যন্ত্রপাতির আমদানি ২৮ু হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্র-সরঞ্জামের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ২১ু, আসিয়ান দেশগুলো থেকে বৃদ্ধি পায় ৬১ু এবং ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানির বৃদ্ধি হয় ৭০ শতাংশ।

বাড়লো

● প্রথম পাতার পর

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৪ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা। তা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। তাঁর দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাগণ অতীতে উৎসব অগ্রিম পেতেন না। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে তাঁদের ওই বাবদ ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে, বলেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে হোম গার্ডস এবং আশা কর্মীদেরও ৫ হাজার টাকা এবং ২ হাজার টাকা করে উৎসব অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উৎসব অগ্রিমের পরিমাণ এবছরও অপরিবর্তিত থাকবে।

সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে ষষ্ঠ সেমিস্টারের ফল প্রকাশের দাবিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট এবিভিপির ডেপুটেশন।

শহরে বহুতল বাড়ছে, অগ্নিনির্বাপণে দুর্গাপুরে দমকলের পরিকাঠামো সেই তিমিরে

দুর্গাপুর, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শহরে বাড়ছে বহুতল। পাঁচ থেকে পনেরো তলা। অথচ দমকল এখনও সেই মাটিতেই। সম্প্রতি এডিডিএ ভবনে অগ্নিকান্ডে দমকলের দিকে উদাসীনতার আঙ্গুল উঠলেও, সেই দমকল বাহিনী যে অসহায় সেই ছবিটা আবারও ধরা পড়ল।

প্রসঙ্গত, সোমবার গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে খাক হয়ে যায় দুর্গাপুরের আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ ভবন (এডিডিএ)। বিধ্বংসী ওই আগ্নিকান্ডে শোরগোল পড়ছে গোটা শিল্পশহরজুড়ে। তেমনই বিস্তর রহস্যের দানা বেঁধেছে। আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করল এডিডিএ ভবনের গোটা তৃতীয়তল। পুড়ে খাক পর্ষদের ভূমি, পরিকল্পনা ও সিস্টেম বিভাগ। দমকলের ১২ টি ইঞ্জিন প্রায় ৮ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। ঘটনায় দমকলের দিকে চুড়ান্ত গাফিলাতি ও উদাসীনতার অভিযোগ ওঠে। এডিডিএ ভাবনের ঢিল ছোড়া দুরত্বে শহরের দমকেল কেন্দ্র। অথচ সেখান থেকে আসতে প্রায় ৪০ মিনিট সময় লেগেছে। শুধু তাই নয়, আগুন নেভাতে গিয়ে জল সঙ্কটে পড়তে হয় দমকল বাহিনীকে। তার মধ্যে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় ভুমি দফতরে গুরুত্বপুর্ন দলিল দস্তাবেজ। আর তাতেই দমকল ও এডিডিএ কর্তৃপক্ষের চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এছাড়াও শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারে আরও দুই প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে একাধিক শপিং মল, হাসপাতাল, বহুতল আবাসন। আর ওইসব বহুতল গড়ে উঠলেও অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও খোদ সরকারি আরও দুই প্রশাসনিক ভবনে মুখ থুবড়ে পড়েছে অগ্নিনির্বাপন ব্যাবস্থা। এছাড়াও দুর্গাপুরে নগরায়ন বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বহুতল আবাসন। পাঁচ তলা থেকে পনেরো তলা। বহুতল বাড়লেও প্রযুক্তির যুগে শহরের দমকলের পরিকাঠামো এখনও সেই মাটিতেই। ওইসব বহুতলে অগ্নিকান্ড ঘটলে, সেই নেভাতে যেমন বিপাকে পড়তে হবে দমকল বাহীনীকে। তেমনই দুর্গতদের উদ্ধার করতে গিয়েও দুর্ভোগে পড়তে হবে উদ্ধারকারী দের। সাম্প্রতিক এডিডিএ ভবনে অগ্নিকান্ডে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সেটা প্রমান করল।দুর্গাপুর দমকল সূত্রে জানা গেছে, দমকলের ৫ টি ইঞ্জিন রয়েছে। যার মধ্যে ১ টি ১২ হাজার লিটারের, ১টি ৯ হাজার লিটার ও ৩ টি ৩ হাজার লিটারের। সব ক'টা জলপুর্ন ইঞ্জিন এসেও এডিডিএ অগ্নিকান্ডে জলের টান পড়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই পর্যাপ্ত জল মজুত করা ইঞ্জিন জরুরী ছিল। এছাড়াও পর্যাপ্ত দমকলকর্মী নেই। দুর্গাপুর দমকল কেন্দ্রে দমকল ইঞ্জিনের নিরিখে ২২ জন কর্মী থাকা দরকার। অথচ রয়েছে ১৩ জন। তার মধ্যেও আবার ৬ জনকে অন্যত্র শিপটিংয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ কর্মী সবসময় থাকে ৭ জন। স্বাভাবিকভাবে বড় দুর্ঘটনা ঘটলে সমস্যা পড়তে হয় দমকল কর্মীদের। সব থেকে বড় সমস্যা এরিয়াল ল্যাডারের। যেটা দিয়ে বহুতল আবাসনে আগুন নেভানো থেকে উঁচুতলায় দুর্গতদের উদ্ধারে সহজ হয় দমকলকর্মীদের। যেটা দুর্গাপুর দমকল কেন্দ্রে নেই। এছাড়াও অথচ শহরে বহুতল বিল্ডিং দেদার রয়েছে। দুর্গাপুর পলাশডিহা, সিটিসেন্টার, রাঁচি কলোনী, মুচিপাড়া, বিধাননগর এলাকা ছাড়াও আড়া, বামুনাড়া এলাকায় রয়েছে একাধিক ১০ তলার আবাসন। সম্প্রতি শহরে একটি ১৮ তলার আবাসন তৈরী অনুমোদনও দিয়েছে এডিডিএ। আর প্রশ্ন এখানেই, বহুতল গড়ে উঠলেও পরিকাঠামোগত উন্নতি সেভাবে শহরের দমকলকেন্দ্র হয়নি। আর প্রশ্ন এখানেই। নিজেদের পরিকাঠামো উন্নয়ন না করে বহুতল আবাসনের ছাড়পত্র কি ভাবে দেওয়া হয়? দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মন ঘড়ুই বলেন,' রাজ্য সরকার দমকলের মত গুরুত্বপুর্ণ বিভাগে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যার্থ। মেলা খেলা দান খয়রাতি নিয়ে ব্যাস্ত রাজ্য সরকার। বিপর্যয় হওয়ার পর ঘুম ভাঙে। তার আগে শীত ঘুমে থাকে রাজ্য সরকার। নিজেদের পরিকাঠামোর উন্নতি না করে বহুতল আবাসনের ছাড়পত্র দেয় কি করে? অনুমান এসব ছাড়াপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে মোটা টাকার লেনদেন হয়। দুর্নীতিতে দমকল আধিকারিকরাও জড়িত। তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্তের দাবী করছি।' যদিও এবিষয়ে কোনরকম মন্তব্য করতে চায় নি দুই বর্ধমান জেলার দায়িত্বে থাকা আঞ্চলিক দমকল আধিকারিক শুভ্রাংশু মজুমদার। তিনি সাফাই দেন,' কিছু দিন আগে দায়িত্ব নিয়েছি। এখনই এবিষয়ে বলা সম্ভব নয়।'

সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম হাইলাকান্দিতে দরখাস্ত আহ্বান

হাইলাকান্দি (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে আসাম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম ২০২৩ এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। তিনটি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১২ থেকে ১৮ বছর, ১৯ থেকে ২৪ বছর এবং ২৫ থেকে ৩৫ বছরের প্রার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। ছয়টি ক্যাটাগরিতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এগুলি হল জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণু রাভা গীত, ভূপেন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, বিহু নৃত্য এবং ইথনিক ড্যান্স। আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট গাঁও পঞ্চয়েত কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাবে।এরপর ১০ অক্টোবর থেকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু হবে। জেলায় এই প্রতিযোগিতার নোডাল অফিসার এডিসি কিমচিন লঙ্গাম এই প্রতিযোগিতার বিশদ বিবরণী জেলার ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস, ডিস্ট্রিক্ট এলিমেন্টারি এডুকেশন অফিসার, জেলার কলেজগুলির প্রধান, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের হাইলাকান্দি শাখা এবং জেলার বিভিন্ন নৃত্য ও সংগীত সংগঠন গুলির কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দক্ষিণ হাইলাকান্দি ব্লকে চিন্তন শিবির

হাইলাকান্দি (অসম) ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ হাইলাকান্দি ব্লকের অলই ছড়া পঞ্চম খন্ডের সদভাবনা মন্ডপে বৃহস্পতিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকের এক চিন্তন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ওই ব্লকের পিছিয়ে পড়ার কারণ আলোচনা করে ব্লকটির অগ্রগতি দ্রুত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে শিবিরটি পরিচালনা করে বিভিন্ন বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার নির্দেশ দেন। ডিডিসি অ্যালডার্ড ফারহীন এবং ভারপ্রাপ্ত ভিডিও সীমান্ত বিশ্বাস এতে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন। উল্লেখ্য নিতি আয়োগ এর উন্নয়ন সূচকের নিরিখে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক হিসেবে দক্ষিণ হাইলাকান্দি ব্লকটি চিহ্নিত হওয়ায় এই চিন্তন শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়।

মন্দা দালাল স্ট্রিটে, পতন সেনসেক্স-নিফটির সূচকে

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজার খুলতেই পতন হল সেনসেক্স-নিফটির সূচকে। এ দিন সকালে সেনসেক্সের সূচকে ৫৫০ পয়েন্ট পতন হয়। নিফটিও কমে ১৯,৭৫০ অঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম নিফটি ৫০-র সূচক এত কমে গেল।এদিন বাজার খোলার পর প্রথম দুই ঘণ্টায় আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ও টিসিএসের শেয়ার দর নিম্নমুখী রয়েছে। আজ বিশেষ নজরে থাকবে এসজেভিএন, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ও ভেন্দাতা। এ দিন সকালেই শেয়ার বাজার খুলতেই, সকাল ৯টা ২০ মিনিটে নিফটি ৫০ ০.৪ শতাংশ কমে ১৯,৮১৬ অঙ্কে পৌঁছয়। বিএসই সেনসেক্সও ০.৫ শতাংশ কমে ৬৬, ৫০৩.৬৩ অঙ্কে পৌঁছয়। গতকালের তুলনায় আজ শেয়ার কিছুটা ঊর্ধমুখী হলেও, বর্তমানে শেয়ার বাজারে, বিশেষ করে ব্যাঙ্কিং, আর্থিক সংস্থা ও তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার স্টক নিম্নমুখীই থাকবে বলে অনুমান বাজার বিশেষজ্ঞদের।বৃহস্পতিবার নিফটি ৫০-তে যে পাঁচটি সংস্থা সবথেকে বেশি লাভের মুখ দেখেছে, তা হল হিন্দালকো, ইউপিএল, আদানি পোর্ট, ডঃ রেড্ডিস ও আদানি এন্টারপ্রাইজ। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরইসিএল, অজন্তা ফার্মা, বিপিসিএল ও টেক মাহিন্দ্রার শেয়ারদরও উর্ধমুখী। অন্যদিকে, ক্ষতির মুখে পড়েছে এইচসিএল টেক, আইসিআইসিআই বাঙ্ক, টিসিএস, গ্রাসিম, কেপিআইটি টেক, অ্যাপোলো টায়ারস, হিন্দুস্তান কপার, বাজাজ ফিনসার্ভ, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল। আপোলো টায়ারসের শেয়ার পতনের অন্যতম কারণ হল গুজরাটের লিমডায় টায়ার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া, এমনটাই মত বাজার বিশেষজ্ঞদের।

দুর্গাপুরে এনফোর্সমেন্টের আচমকা হানায় আটক ৩

দুর্গাপুর, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মেয়াদ তারিখহীন বিদেশী সিগারেটের রমরমা। ওইসব সিগারেটে অচিরে শরীরে বাসা বাঁধছে মারণ রোগ। এবার অবৈধ সিগারেট বিক্রি বন্ধে অভিযানে নামল আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে আচমকা হানা দিয়ে ৩ দোকানদারকে আটক করল পুলিশ।প্রসঙ্গত, গত কয়েকবছর ধরে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার, চন্ডিদাস, বেনাচিতি, স্টেশন বাজার সহ বেশ কিছু এলাকায় বিদেশী সিগারেট বিক্রি রমরমিয়ে চলছিল। দামী ব্রান্ডের ওইসব সিগারেটের মেয়াদ কতদিনের, তৈরীর তারিখ নেই এমনকি বিধিসম্মত সতর্কীকরণও প্যাকেটে উল্লেখ নেই। এসব নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠছিল। কোথা থেকে কিভাবে আসছে সেবিষয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বৃহঃস্পতিবার দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে বেশ কয়েকটি দোকানে হানা দেয় আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ। এদিন সিটি সেন্টার এডিডিএ মার্কেটে দুই দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর বিদেশী সিগারেট বাজেয়াপ্ত করে। ওই সিগারেট বিক্রির দায়ে তিনজনকে আটক করে নিয়ে যায় এনফোর্সমেন্টের অফিসাররা। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ”ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।”

মাসিক আয় ১৫ হাজার, সাড়ে ৮ কোটির আয়কর নোটিস পেলেন যুবক

ক্ষ্মকলকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে ওই কোম্পানির দফতরের ঠিকানাও দেওয়া ছিল আয়কর বিভাগের নথিতে। সেই সূত্র ধরে খোঁজখবর শুরু করতে গিয়ে শৌভিক দেখেন সেটি ভুয়ো। এর পরে আয়কর বিভাগ, বিক্রয়কর বিভাগের পাশাপাশি স্থানীয় লিলুয়া থানাতেও অভিযোগ জানান তিনি। আর সেই তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে এক অভিনব জালিয়াতির সন্ধান মিলেছে বলে পুলিশের দাবি। ঘটনার জেরে বুধবার রাতে সুরজিৎ দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।শৌভিকের দাবি, কয়েক মাস আগে তাঁর পরিচিত ভোলা ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে 'ট্রেড লাইসেন্স' করাতে দিয়েছিলেন তিনি। সে জন্য আধার, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথিও দিয়েছিলেন। তাঁর অজান্তে সেই নথি ব্যবহার করে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন শৌভিক।তিনি অভিযোগপত্রে লিখেছেন, "আমার নথি ব্যবহার করে 'শিব ট্রেডিং কোম্পানি' নামে একটি সংস্থা খোলা হয়েছিল। ট্রেড লাইসেন্স করানোর জন্য আমি অনিমেষ বাঙাল নামে এক অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাহায্য নিতে গিয়েছিলাম। তিনিই এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেন।”হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি (নর্থ) অনুপম সিংহ বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে জানান, গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক ব্যক্তি লিলুয়া থানায় অভিযোগ করেন। তিনি জানান, নতুন একটি কোম্পানি খোলার জন্য বৈধ কাগজপত্র বানাতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর প্যান কার্ড, আধার কার্ড ব্যবহার করে তাঁর অপরিচিত এক ব্যক্তি অন্য একটি কোম্পানি খুলেছেন। ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয় নেই।পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম সুরজিৎ দত্ত। তিনি নিজেকে 'চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট' পরিচয় দিয়ে কোম্পানি খুলেছেন।

হ্রাস

● প্রথম পাতার পর

আশা ব্যক্ত করা হয়েছে পুলিশের তরফে। এর জন্য প্রয়োজন হবে সচেতনতা।

কারাদণ্ড

● প্রথম পাতার পর

(বর্তমানে এনসিসি পিএস পদে) মামলাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করেন এবং চার্জশিট দাখিল করেন।

ম্যাচ ড্র : সুপার ফোর নিশ্চিত এগিয়ে চলো-র, দোরগোড়ায় রামকৃষ্ণ, লালবাহাদুর

এগিয়ে চলো সংঘ: ০ রামকৃষ্ণ ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। আরও একটা সিনিয়র লিগ ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হলো আজ। খেলা ছিল রামকৃষ্ণ ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘের মধ্যে। তবে ফুটবল মাঠে স্কিল, পাওয়ারের পাশাপাশি বুদ্ধিরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ম্যাচের শেষে বুদ্ধির বিষয় অনেকটা প্রকট হয়ে উঠেছে। গোলশূন্য ড্র-তে অমীমাংসিত অবস্থায় ম্যাচটি শেষ হওয়ার সুবাদে দুই দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। আখেরে এগিয়ে চলো সংঘের সুপার ফোরে খেলা নিশ্চিত হয়েছে। তবে রামকৃষ্ণ ক্লাব এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারও দোরগোড়ায় অবস্থান করছে। এখন শুধু নিশ্চয়তার অপেক্ষায়। লীগ টুর্নামেন্ট শেষ হতে আরও সাতটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। তবে বিশাল আকারের তেমন কোনও অঘটন না ঘটলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে ফরওয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগাড় সুপার ফোরে খেলার ছাড়পত্র পাবে। মোটকথা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলের ২৯ তম ম্যাচ রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চলো সংঘের মধ্যে খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র তে শেষ হয়েছে। দুই অর্ধে ৯০ মিনিটের খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়রা পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণে দর্শকদের নজর কাড়লেও কার্যত তিন কাঠির জালে বল জড়ানোর কাজটি কেউ করতে পারেনি। উপরন্তু রাফ খেলে অখেলোয়ার সুলভ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাচাং জমাতিয়াকে পরপর দুটো হলুদ কার্ড দেখানোর সুবাদে রেফারি লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। এদিকে, এগিয়ে চলো সংঘেরও দুজন ফুটবলারকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন আদিত্য দেববর্মা, বিপ্লব সিংহ, পল্লব চক্রবর্তী ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, বিকেল তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট*

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৬	৪	২	০	১৫-৪	১৪
এগিয়ে চলো	৬	৩	৩	০	৯-২	১২
রামকৃষ্ণ	৭	৩	৩	১	১২-৬	১২
লালবাহাদুর	৫	৩	১	১	১৩-৪	১০
ত্রিবেণী সংঘ	৮	২	২	৪	৭-১২	৮
জুয়েলস	৭	২	১	৪	১৩-১৪	৭
টাউন ক্লাব	৬	২	০	৪	৮-১২	৬
ফ্রেন্ডস ইউ:	৬	২	০	৪	১০-১৭	৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৭	২	০	৫	৬-২২	৬

ইনজুরিতে বিশ্বকাপ অনিশ্চিত যেসব ক্রিকেটারের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে এসে গেল ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে দিয়েছে প্রায় সবাই। চলছে বিশ্বকাপের শেষ প্রস্তুতি। কিন্তু দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই একের পর এক ইনজুরিতে জড়াচ্ছে দলগুলো। ইনজুরির কারণে বিশ্বকাপ অনিশ্চিত হয়েছে অনেক নামী নামী ক্রিকেটারের। আবার কেউ কেউ ছিটকে গেছেন পুরো বিশ্বকাপ থেকেই। এই ইনজুরি হানা দিয়েছে বিশ্বকাপে অংশ নেয়া প্রায় প্রতিটি দলেরই।

এশিয়া কাপে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা পাকিস্তানের বোলার নাসিম শাহ এশিয়া কাপের শেষ দিকে কাঁধের ইনজুরির জন্য ছিটকে গেছেন বিশ্বকাপ থেকে। এছাড়া বর্তমানে মাঠের বাইরে রয়েছেন হারিস রউফ, ইমাম উল হক ও আঘা সালমান। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডও বিশ্বকাপের আগে তাদের কয়েকজন ক্রিকেটার আঘাতে জর্জরিত। পিঠের ইনজুরির কারণে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেছেন তাদের মারকুটে ওপেনার জেসন রয়।রয়ের পরিবর্তে সুযোগ মিলছে হ্যারি ব্রুকের আর ইনজুরিতে পড়েছেন অলরাউন্ডার বেন স্টোকস ও ক্রিস ওকস, স্পিনার আদিল রশিদ ও পেসার মার্ক উড। তবে তাদের সবারই বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইংল্যান্ডের সঙ্গে একদিনের সিরিজে খেলতে গিয়ে বুড়ো আঙুলের হাড় ভেঙে গেছে নিউজিল্যান্ডের পেসার টিম সাউদির। আজ তার অস্ত্রপচার হবে। তাকে নিয়ে চিন্তিত নিউজিল্যান্ড শিবির।

নিউজিল্যান্ডের সেরা ব্যাটার কেন উইলিয়ামস হাঁটুতে চোট পেয়ে অনেকদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। তিনি অবশ্য বিশ্বকাপ দলে ফিরেছেন, কিন্তু বিশ্বকাপে তিনি কতটুকু খেলতে পারবেন সে নিয়ে সংশয় রয়েছে। এছাড়া আঙুলের চোট নিয়ে মাঠের বাইরে আছেন তাদের ড্যারেল মিচেল ও ফিন এলেন। তবে বিশ্বকাপের মঞ্চে দুইজনেরই ফেরার আশা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সবশেষ সিরিজে হাত ভেঙেছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার ট্রাভিস হেড। তাই বিশ্বকাপে তিনি অনিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত হেড খেলতে না পারলে তার পরিবর্তে দেখা যেতে পারে মার্নাস লাবুশেনকে। দক্ষিণ আফ্রিকাও রেহাই পায়নি ইনজুরির কবল থেকে। বিশ্বকাপে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন সিসান্দা মাগালা ও এনরিচ নর্টজে। এশিয়া কাপ চলাকালীন ইনজুরির আঘাতে দল থেকে ছিটকে গেছেন লঙ্কান বোলার মাহিশ থিকসানা। হ্যামস্ট্রিং জটিলতায় তার বিশ্বকাপ প্রায় অনিশ্চিত। তবে বর্তমানে ইনজুরিতে থাকা দুষ্মন্ত চামিরা, দিলশান মাদুশঙ্কা ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে বিশ্বকাপে পাওয়ার আশা করছেন শ্রীলঙ্কা টিম ম্যানেজমেন্ট। ইনজুরি হানা দিয়েছে বাংলাদেশ শিবিরেও। দারুণ ফর্মে থাকা আরেক টপঅর্ডার ব্যাটার নাজমুল হোসেন শান্ত পড়েছেন ইনজুরিতে। বাংলাদেশের পেস আক্রমণের অন্যতম সেরা অস্ত্র এবাদত হোসেন হাঁটুর ইনজুরির কারণে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেছেন।

লালবাহাদুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ম্যাচ আজ, জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া দুই দলই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। সুপার ফোরে খেলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামীকাল লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার মাঠে নামছে।

বিপক্ষে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। তবে তালিকার শেষ দিকে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের অবস্থান থাকলেও লাল বাহাদুর কিছুতেই বিপক্ষ দলকে হালকা ভাবে নিতে নারাজ। সুপার ফোরে খেলা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের জন্য আগামীকালের ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লীগ সূচনায় টানা দুই ম্যাচে জয়ের পর তৃতীয় ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘের কাছে ন্যূনতম গোলে হার লাল বাহাদুরকে এক ধাপ পিছিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাবের সঙ্গে ড্র এবং পঞ্চম ম্যাচে ত্রিবেনী সংঘকে হারানোর সুবাদে সুপারলিগের ছাড়পত্র হাতে পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। পক্ষান্তরে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন আগামীকাল লড়াকু মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে চাইছে। প্রথমত অবনমন থেকে রেহাই সুনিশ্চিতকরণ। দ্বিতীয়তঃ বিশাল আকৃতির কোনও অঘটন অর্থাৎ বড় ব্যবধানে জয় পেলে লিগ তালিকার চেহারাটাই পাল্টে যাবে। তবে সে যাই হোক, লাল বাহাদুরের উঁচুতে ওঠার অভিপ্রায়, অপরদিকে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের অবনমন থেকে রেহাই। দুদলের লক্ষ্য দু''রকম হলেও ম্যাচ বেশ জমে উঠবে বলে ফুটবলপ্রেমীদের ধারণা।

কলকাতায় জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবা টুর্নামেন্টে লড়ছে ত্রিপুরার দাবাড়ু-রা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। লড়াই করছে ত্রিপুরার দাবাড়ুরা। জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতায়। সারা বাংলা দাবা সংস্থার উদ্যোগে এবং ভারতীয় দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো আসর। যুব ভারতীর মিলনায়তনে। এদিন সকালে ৫ দিন ব্যাপী আসরের উদ্বোধন করেন গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। উপস্থিত ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বরুয়া,বাংলা অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি জয়দীপ চক্রবর্তী। দাবার ঘুঁটিতে চাল দিয়ে আসরের উদ্বোধন করেন সূর্যশেখর। আসরে বালক বিভাগে ২৩৬ জন এবং বালিকা বিভাগে সারা দেশের ১৪৩ জন দাবাড়ু অংশ নেয়। আসরের প্রথম দুই স্থানাধিকারী দাবাড়ু বিশ্ব এবং এশিয়ান দাবায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে বলে জানান দিব্যেন্দু বরুয়া।

No.F.1(16}-DESMP/ESTT/2023/12116 Date: 16th September, 2023

NOTICE INVITING e-TENDER

The Director, Employment Services & Manpower Planning, Tripura, Office Lane, Agartala-799001 invites E-Tender through e-procurement portal of Government of Tripura http://tripuratenders.gov.in for supplying of 4(four) sweeping & cleaning staff at the District Employment Exchange offices through outsourcing from the eligible manpower service providers. Detailed tender notice, schedule and tender documents can be obtained from http://tripuratenders.gov.in. The last date of submission of e-tender is 09/10/2023 upto 5.00 p.m.

ICA/C-2354/23

(A. Saha, TCS SSG)
Director
Employment Services & Manpower Planning
Government of Tripura

অনূর্ধ ১৯ নেতৃত্বে রূপালী, রাজ্যদল ঘোষিত জাতীয় ক্রিকেটে ১ম ম্যাচ হরিয়ানার বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য দল প্রস্তুত। প্রত্যেক ক্রিকেটাররাই যথারীতি রিপোর্ট করেছে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার রাজ্য দল বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা হবে। অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেট এক দিবসীয় ট্রফির জন্য রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম ম্যাচ হরিয়ানার বিরুদ্ধে। খেলা হবে ৮ অক্টোবর ইন্দোরে হোলকার স্টেডিয়ামে। তবে মূল টুর্নামেন্টে নামার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য রাজ্য দল শনিবারে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে।

উল্লেখ্য ৮ অক্টোবর প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা ১০ অক্টোবর মুখোমুখি হবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তৃতীয় ম্যাচে শক্ত প্রতিপক্ষ বাংলার বিরুদ্ধে খেলা ১২ অক্টোবর। ১৪ অক্টোবর চতুর্থ ম্যাচ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে। ১৬ অক্টোবর পঞ্চম ম্যাচ ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। গ্রুপ লীগের খেলা শেষ হলে ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হবে মূল পর্বের লড়াই। রাজ্য দলটি হল: রূপালী দাস (উইকেট রক্ষক ও ক্যাপ্টেন) বিজয়া ঘোষ, গিয়া মন্ডল, অভিধা বর্ধন, অস্মিতা দেবনাথ (সহ অধিনায়ক), অস্মিতা দাস-বিশালগড়, পায়েল নম, পারমিতা চক্রবর্তী, প্রিয়া সরকার, তানিয়া দেব, মিনতি বিশ্বাস, রিফু দেববর্মা, রেশমি নোয়াতিয়া, অন্তরানি নোয়াতিয়া, দেবশ্রীতা চৌধুরী। পাঁচজন ক্রিকেটারকে অবশ্য স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে। তারা হলো: স্নিধা সরকার, রেবিকা নোয়াতিয়া, অস্মিতা দাস, অঙ্কিতা পাটারি, ভূমিকা নায়েক।

PNIT NO: ePT30/EE/RD/KCPIDIV/2023-24 Dt. 19.09.2023

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00°AM of 03.10.2023 for 07 (SEVEN) No. supplies/projects under R.D. Karianpur Division during the year 2023-24. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-2359/23

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী সুন্দর ভাবনায় গোটা দেশকে তুলে ধরেছেন নতুন সংসদ ভবনে

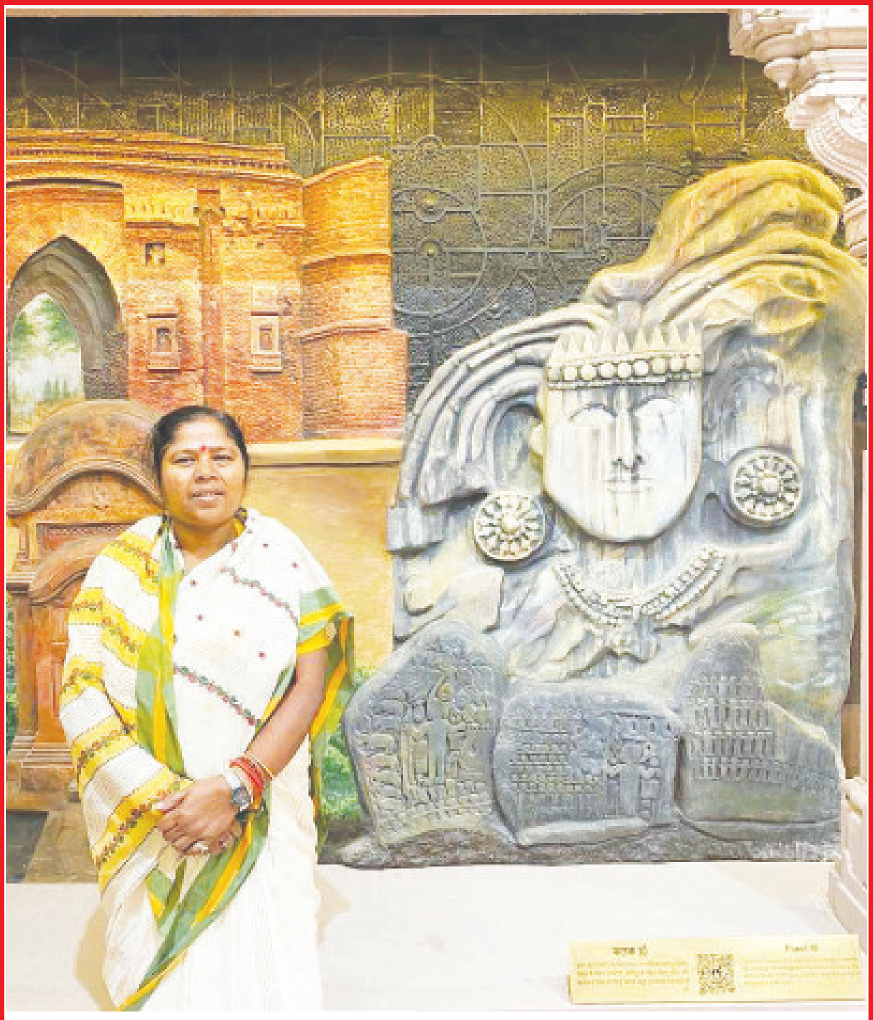

ভারতবর্ষের সংসদ সারা বিশ্বের সবচাইতে বড় পঞ্চায়েত। ভারতের বৈচিত্রময় কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং বিবিধতার নিদর্শন হিসেবে নবনির্মিত পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়ে দেশের প্রতিটি রাজ্যের বিশেষ ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা ত্রিপুরবাসী হিসেবে অত্যন্ত গৌরবান্বিত যে এই নবনির্মিত সংসদ ভবনে আমাদের শ্রী শ্রী মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের প্রতিকৃতি, উনোকোটি পাহাড়ের প্রতিকৃতি এবং হজাগিরি নৃত্যের একটি স্টেচুকে এখানে স্থান দিয়ে বিশ্বদরবারের সমক্ষে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ছয় লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় নেশার বাড়বাড়ন্ত দিন দিন বেড়ে চলছে। নেশাকারবারিরা নতুন পন্থা অবলম্বন করে বিভিন্ন জায়গায় নেশা সামগ্রী পাচার করে যাচ্ছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬টি সাবানের বাক্সে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার করেছে খোয়াই থানার পুলিশ। সাথে এক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বিকেলে থানায় খবর আসে একটি বিলাসবহুল গাড়ি গাঁজা নিয়ে আগরতলা থেকে কমলপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে পুলিশ। গাঁজা পাচারকারী গাড়িটিকে ঢলাবিল চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় আসামাত্র আটক করে। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ছয় লক্ষাধিক টাকা হবে।সাথে কমলপুরের বাসিন্দা সৌমিত্র কর্মকার নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পিআরবাড়ি থানার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে রাজনগর পিআরবাড়ি থানার পুলিশ।গোপন খবরের ভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশী ১০ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৫০ টাকা, দুইটি ওয়াকি টকি, দুটি দূরবীন, ৪৫০ বোতল কফ সিরাপ, ছয় কেজি গাঁজা, প্রায় ১৫০ টি মদের বোতল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।
জানা গেছে, গোপন সংবাদের সূত্রে গতকাল খবর আসে রাজনগর একিনপুরের তেবারিয়া মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা জাপান মিয়ার বাড়িতে বাংলাদেশী টাকা সহ বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই মোতাবেক পুলিশ জাপান মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে বসত ঘর সহ বিভিন্ন জায়গায় নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে জাপান মিয়াকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কলস যাত্রায় নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। মেরি মাটি মেরা দেশ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সারা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে চলছে বাড়ি বাড়ি থেকে মাটি বা চাল সংগ্রহের অভিযান। নেহেরু যুব কেন্দ্রের সিপাহীজলা জেলার যুব স্বেচ্ছাসেবকরাও জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাটি ও চাল সংগ্রহ করছেন। নেহেরু যুব কেন্দ্রের -এর জেলা যুব আধিকারিক কুনাল গৌতম জানান, "মেরি মাটি মেরা দেশ " কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় এখন চলছে, যেখানে কলস যাত্রার মধ্য দিয়ে অমৃত ক্লোসে করে এই মাটি ও চাল সংগ্রহ করছেন স্বেচ্ছা সেবকরা। তিনি জানিয়েছেন গোটা সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী চলবে কলস যাত্রাপর্যায়ের কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে কর্মরত বিএসএফ ,সি আর .পি.এফ জোয়ানদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের এন.এস .এস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবকরাও নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে এ কাজে সামিল হয়েছে বলে জানিয়েছে কুনাল গৌতম।

লক্ষাধিক বাংলাদেশী টাকা নেশা সামগ্রী সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজনগর এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশী টাকা, নেশা সামগ্রী সহ বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র উদ্ধার।
রাজনগর পি আর বাড়ি থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশী টাকায় ১০ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৫০ টাকা সহ দুইটি ওয়াকি টকি ,দুটি দূরবীন ও ৪৫০ বোতল কফ সিরাপ , ছয় কেজি গাঁজা, ১৫০ টি বিলাতি মদের বোতল উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ ও বিএসএফের ৬৯ ব্যাটেলিয়ানের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চলে। রাজনগর ব্লকের একিনপুরের তেবারিয়া মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা জাপান মিয়ার বাড়িতে চলে এই অভিযান। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা অভিযানের পর জাপান মিয়ার বাড়ি থেকে বাংলাদেশী টাকা সহ অবৈধভাবে মজুত করে রাখা নেশাসামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। সেই সাথে পুলিশ জাপান মিয়াকে গ্রেপ্তার করে।
উদ্ধারকৃত টাকা সহ অবৈধ সামগ্রী রাজনগর পি আর বাড়ি থানাতে নিয়ে আসে। পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে রাজনগর পিআরবাড়ি থানাতে যার নম্বর পি আর বি - ২০২৩/০৬৩। আজ দুপুরে জাপান মিয়াকে রাজনগর পিআরবাড়ি থানা থেকে বিলোনিয়া দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। জাপান মিয়ার সাথে আর কে কে জড়িত থাকতে পারে , কোথায় পেল এতো বাংলাদেশের টাকা, কি কারনে তার কাছে এই বাংলাদেশের টাকা তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ রিমান্ডে নিলেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু গবাদি পশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ সেপ্টেম্বর।। ঋষ্যমুখ ব্লকের হরিপুরের সুইস গেইট সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ এর ট্রান্সফরমার দীর্ঘদিন ধরে বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। সব কিছু জানার পরেও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের কোন হেল দোল নেই। গত চার বছর আগেও এই বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে বিদ্যুতের ছোবলে প্রান হারাতে হয়েছিল এক নাবালকের। সেই সময়েও বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মারের জায়গাকে বেরিকেড দিয়ে রাখার জন্য গ্রামবাসীরা বার বার বলা সত্ত্বেও কর্নপাত করেনি দপ্তর। যার পরিণতিতে আজ সকালে বিদ্যুৎ এর ছোবলে প্রাণ গেল একটি দুগ্ধজাত গাভীর
এই গাভীটি স্বপন চৌধুরীর ছিল। ট্রান্সফরমারের বেরিগেট না থাকার কারণে অবলা পশুটি ঘাস খেতে গিয়ে বিদ্যুৎ এর ছোবলে পরে প্রান হারায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী ও আরক্ষা প্রশাসন। দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে গোমাতার মালিক স্বপন চৌধুরী। এই নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে এলাকাতে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ এর ট্রান্সফরমারটি। অতিসত্বর ট্রান্সফরমারটি সারাই সহ বেরিগেট দেওয়ার দাবি উঠেছে। এরপর ও যদি দপ্তরের হেলদোল না ঘটে তাহলে আরো অনেকেই বেঘোরে প্রাণ হারাবে বলে মনে করছেন স্থানীয় এলাকাবাসীরা।

ফেন্সিডিল সহ আটক এক নেশাকারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য অব্যাহত রয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানার ওসি সমরেশ দাসের নেতৃত্ব চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের অধীন জাতীয় সড়কের পাশে থাকা এসটি পাড়া এলাকা থেকে নেশা জাতীয় কফ সিরাফ ফেন্সিডিল সহ স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা মঙ্গল দেববর্মা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরপর নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছেন চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। চল্লিশ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার আটকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় নেশা জাতীয় কফ সিরাপ ফেনসিডিল আটকে সাফল্য পায় চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল অনুমানিক ১০টা নাগাদ গোপন খবরের উপর ভিত্তি করে ওসি পুলিশবাহিনী নিয়ে পূর্ব-চুরাইবাড়ির এসটি পাড়ার ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মঙ্গল দেববর্মার বাড়িতে হানা দেন। তখন তার ঘরে মজুদ রাখা ৪১০বোতল ফেন্সিডিল সহ মঙ্গল দেববর্মাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জানা গেছে, ফেন্সিডিল গুলি অন্যত্র পাচারের জন্য তার বাড়িতে মজুদ রাখা হয়েছিল। পুলিশ তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলার রুজু করেছে। আটক ফ্লেন্সিডিল গুলির কালোবাজারি মূল্য অনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ।

৪০ লাখের হেরোইন উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর।। বাইকে করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হেরোইন নিয়ে আসার পথে চোরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে আটক হল ১ নেশা কারবারি। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অসম থেকে রাজ্যে প্রবেশের পথে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে আটক চল্লিশ লক্ষ টাকার হেরোইন। ধৃত এক হেরোইন পাচারকারী। ধৃতের নাম বিল্লাল উদ্দিন (৩০),পিতা মৃত আব্দুল গফুর। বাড়ি ধর্মনগর থানাধীন পশ্চিম চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডে।উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বুধবার রাত্রিবেলা টিআর০৫-এ-৫৮০৩ নম্বরের একটি ইয়ামাহা কোম্পানির বাইক অসম সীমান্ত পেরিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করলে জাতীয় সড়কের উপর থাকা চুরাইবাড়ি থানার নাকা পয়েন্টে বাইকটিকে আটক করে পুলিশ। তারপর বাইকে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি সাবানের বাক্সের ভেতরে মজুদ পাঁচ প্যাকেট হেরোইন সহ আরো একাধিক হেরোইন মজুদ ছোট ছোট কৌটা উদ্ধার করেছে। সাথে আটক করা হয় বাইক চালক তথা হেরোইন পাচারকারী বিল্লাল উদ্দিনকে। পুলিশ সুপার আরো জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত হেরোইনের ওজন আনুমানিক ষাট গ্রাম। যার আন্তর্জাতিক কালোবাজারি ম্যূ চল্লিশ লক্ষ টাকা। এদিকে ধৃতকে চুরাইবাড়ি থানার হেফাজতে রেখে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার ধৃতকে জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের আটক করা সম্ভব হবে বলেও পুলিশ আশা ব্যক্ত করেছে।

পরকীয়ার জেরে বাড়ি ঘর ছাড়লেও প্রথম স্বামীর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। পরকীয়ার জেরে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ঘরে এসে পূর্বের স্বামীর সম্পত্তি জবরদখলের চেষ্টা। সাত বছর আগে আরিনা বেগম তার স্বামী মুজিবুর রহমানের বাড়ি থেকে পরকীয়ার জেরে চলে গিয়েছিল দক্ষিণ পদ্মবিল থেকে যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে নাসির উদ্দিনের সাথে। এদিকে স্ত্রী আরিনা বেগম পালিয়ে যাওয়ায় মুজিবুর রহমান বেবি বেগম নামে এক মহিলাকে বিয়ে করে পুনরায় ঘর-সংসার বাঁধে। মুজিবুর রহমান পেশায় একজন দিনমজুর। সে কাজের জন্য প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকে। বেবি বেগমের বর্তমানে দুই বছরের একটি সন্তান রয়েছে। একই বাড়িতে মুজিবুরের বড় ভাই রিয়াজ আলী তার স্ত্রী সহ থাকে। ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ হঠাৎ করে আড়িনা বেগম নাসির উদ্দিন কে সঙ্গে নিয়ে মুজিবরের বাড়িতে উপস্থিত হয়।
সাথে আইনার বাবা সোহাগ মিয়া এবং মইনুদ্দিন কে নিয়ে আসে। এসে মুজিবরের বাড়ি দখল নিয়ে নেয় এবং তার বড় ভাই রিয়াজ আলীকে স্ত্রী সহ বের করে দেয়। অসহায় রিয়াজ আলী এবং তার স্ত্রী সঙ্গে মুজিবরের বর্তমান স্ত্রী দুই বছরের সন্তান সহ ধর্মনগর থানাধীন ঢুপির বন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতের তাদের বোন মিনারা বেগম এবং তার স্বামী ইসমাইল আলীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সম্পূর্ণ ঘটনা জানিয়ে রিয়াজ আলী, পানিসাগর পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। অবশেষে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় তারা তাদের বাড়ি ফিরে পায়। কিন্তু ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ১১ টার দিকে পুনরায় আরিনা বেগম, নাসির উদ্দিন, সোহাগ মিয়া এবং মইনুদ্দিন মুজিবুর রহমানের বাড়িতে চড়াও হয়। তখন মুজিবুরের বর্তমান স্ত্রী বেবি বেগম তার দুই বছরের শিশু সন্তানটিকে নিয়ে ছিল এবং রিয়াজ আলীর স্ত্রী বাড়িতে ছিল। তাদেরকে মারধর করে কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলে এবং বাড়ির সোনা দানা টাকা-পয়সা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী লুটপাট করে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসী হিসেবে যারা আসে তাদের প্রতিও তারা চড়াও হয়। হামলা করে ঘর তছনছ করে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বেবি বেগমকে উত্তর জেলা হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়। নিরুপায় অবস্থায় বেবি বেগম নিজেদের বাড়ি ফিরে পাওয়ার জন্য এবং ন্যায্য বিচার পাওয়ার আশায় ধর্মনগর কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫/ ৩৫৪/ ৩৪ ধারায় মামলাটি করা হয়। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে সঠিক বিচারের আশায় বর্তমানে পরিবারটি।

উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার ঃ বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। আজ ধলাই ত্রিপুরার হোকুটোইসা (ধুমাছড়া) বরক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ৫০ আসন বিশিষ্ট বয়েজ হোস্টেলের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেছেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ন এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাবার বোর্ডের চেয়ারপারসন পাতাল কন্যা জমাতিয়া, বিধায়ক সম্ভু লাল চাকমা, এমডিসি সঞ্জয় দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। বয়েজ হোস্টেলের নবনির্মিত গৃহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন বর্তমান সরকার বিশেষ করে উপজাতি অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে। হোস্টেলে অবস্থান করে যাতে ছাত্রছাত্রীরা পঠন-পাঠনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য নতুন নতুন হোস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। হোস্টেলগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং শান্তি শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ওপর তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিজেপিকে সন্ত্রাসী দল আখ্যা দিয়ে ধর্মনগরে কংগ্রেসের ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ সেপ্টেম্বর।। বিজেপিকে সন্ত্রাসের দল আখ্যা দিয়ে ধর্মনগরে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক ধিক্কার এবং প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত বৃহস্পতিবার। ভারতীয় জনতা পার্টিকে দেশ এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি সন্ত্রাসী দল হিসেবে আখ্যা দিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুর্যোগপূর্ণদিনে এক বিশাল ধিক্কার এবং প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করল জেলা জাতীয় কংগ্রেস। এর প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, গোমতি জেলা কংগ্রেস সভাপতি, উত্তর জেলা কংগ্রেস সভাপতি অজিত দাস, জাতীয় কংগ্রেসের ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের গত নির্বাচনে বিজিত প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা বাচিত চৌধুরী এবং বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা অ্যাডভোকেট ইন্দ্রজিৎ পাল সহ জেলা এবং মহকুমার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও এই প্রতিবাদ মিছিল ধর্মনগর শহরে সাড়া জাগিয়ে এদিনের প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করেছে। এদিনের প্রতিবাদ মিছিল থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানিয়েছেন, বিজেপি একটি স্বৈরাচারী দল। তারা গণতন্ত্রকে কোন ধরনের তোয়াক্কা না করে নিজেদের ইচ্ছেমতো যা ইচ্ছে তাই করে চলেছে। তাই সাধারণ মানুষের জন্য গণতন্ত্রের জন্য বিরোধী ইন্ডিয়া জোট আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

সোনামুড়ায় অনুষ্ঠিত ভারত মাতার পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত, বক্সনগর আর ডি ব্লকের অধীনে দক্ষিণ কলম চৌড়ায় মহিলা মোর্চা এর উদ্যোগে ভারত মাতার পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও মাতৃশক্তির আরাধনায় ব্রত হয়েছেন মহিলা মোর্চা নেতৃত্ব। সমাজের মঙ্গল কামনা ও অশুভ শক্তিকে দূর করে, মাতৃ শক্তিকে বৃদ্ধি করে, জীবন যাপন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্যই আজকের এই পূজা বলে জানা গেছে। আজ সকাল দশ ঘটিকার সময় অধিবাস ও ঘট স্থাপন স্থাপন করা হয়। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ভারত মায়ের পূজা সমাপ্তি হয়। একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত চলে অগ্নি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কার্যাবলী। তারপর ভক্তদের মধ্যে অঞ্জলি প্রদান করা হয়েছে। একজন পুরোহিত তিনজন সাধুসন্ত মহারাজ দ্বারা সনাতনী বৈদি মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমাপন ঘটে। সমাপন এর শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হন ত্রিপুরা রাজ্যের যুব ও ক্রিয়া বিষয়ক মন্ত্রী টিংকু রায়।

ফরমালিন মিশ্রিত মাছের বিরুদ্ধে অভিযানে গন্ডাছড়া প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। এবার ভেজালি মাছের বিরুদ্ধে ময়দানে প্রশাসন। গন্ডাছড়া বাজারে ফরমালিন মিশ্রিত মাছ বিক্রি করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামলো প্রশাসন । গন্ডাছড়া মাছ বাজার পরিদর্শন করেন মহকুমার প্রশাসন এবং মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তারা। বাজারে অভিযান চালিয়ে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন তারা। এদিনের অভিযানে শামিল ছিলেন গন্ডাছড়া মহকুমার মৎস্য দপ্তরের অধিকারীক মদন ত্রিপুরা এবং প্রশাসনের খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তরুণী সেন ত্রিপুরা সহ দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। গন্ডাছড়া মাছ বাজার পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মাছ বাজারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে ফরমালিনের অস্তিত্ব নেই। রাজ্যের অন্যান্য বাজারগুলিতে মাছে ফরমালিনের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও গন্ডাছড়া মাছ বাজার ফরমালিনমুক্ত বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের ওই পরিদর্শনকারী প্রতিনিধি দলের কর্মকর্তারা। তারা জানান ফরমালিনযুক্ত মাছ খেয়ে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। সে কারণেই ফরমালিনমুক্ত মাছ বাজারজাত করার উপর তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা। ভবিষ্যতেও গন্ডাছড়া সহ রাজ্যের সর্বত্রই এ ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

ফায়ার কর্মী নিয়োগের দাবিতে ডেপুটেশন চাকুরি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ফায়ার কর্মী নিয়োগের দাবিতে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছে চাকুরী প্রত্যাশিত যুবকরা।তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।
তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসের ৩২৫টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় এক বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। সেই বিষয়ে জানতে আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছে চাকুরী প্রত্যাশিত যুবককরা।তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের বাড়বাড়ন্ত, অতিষ্ঠ রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২১ সেপ্টেম্বর।। সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম আরের বারবারন্ত, সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিকদের এক প্রকার দেখে নেওয়ার হুমকি। সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর বারবাড়ন্ত সংবাদ মাধ্যমেই নিজ মুখে স্বীকার করলেন সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ। বৃহস্পতিবার দুপুর ২:৩০ মিনিটে এই ঘটনাটি ঘটেছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালগুলোতে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ কর্তব্য পালন করা অবস্থায় চিকিৎসকদের সামনে তাদের ঔষধ বিক্রি করার বিভিন্ন প্রচার তুলে ধরতে পারবেন না। কিন্তু একাংশ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিনিয়ত সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের তাদের মন পছন্দ ঔষধ রোগীদের লিখতে হবে বলো চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। সে খবর সংবাদ মাধ্যমে আসতেই সোনামুড়া মহকুমা কর্মরত সাংবাদিক মোহাম্মদ মামুন হাসপাতাল ছুটে যায় সংবাদ সংগ্রহ করতে ঠিক সেই সময় সোনামুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ প্রার্থপ্রতিম দাস নিজ মুখে স্বীকার করেন চিকিৎসকদের কর্তব্য পালন করা অবস্থায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর কিছু লোক প্রতিনিয়ত সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসে। যদিও উনি রোগী দেখা অবস্থায় তাদের সাথে কথা বলেন না। কিন্তু বার বার এসে বিরক্ত করে। যখন সাংবাদিক মোহাম্মদ মামুন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ক্যামেরা বন্দী করতে যান তখন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সাংবাদিককে এক প্রকার দেখে নেওয়ার হুমকি দেন পাশাপাশি সাংবাদিককে হেনস্তা ও করেন। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের উদ্দেশ্য তাদের দেওয়া কোম্পানি ঔষধগুলি যতই বেশি ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করতে পারবে ততই তাদের মুনাফা অর্জন হবে। রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে এই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ গুষ্টি ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রতিনিয়ত ডাক্তারদের তাদের মনগড়া মত ওষুধ লিখতে হবে এখন বর্তমান সময়ে প্রতিনিয়ত সরকারি হাসপাতালগুলোতে তাই দেখা যায়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন সেই দিকে তাকিয়ে আছেন সোনামুড়াবাসী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।